এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ আজ থেকে খুলছে একাধিক বন্ধ জুটমিল

আজ থেকে মেট্রোর কাজে ৬০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ৩

কলকাতা ১০ জুলাই ২০২৬ ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.07.2026, Vol. 20 Issue No. 30, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

স্পেন বনাম বেলজিয়াম
(ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০)

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

প্রধানমন্ত্রীর অজি সফরে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর

সিডনি, ৯ জুলাই: বুধবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পা রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। আর বৃহস্পতিবারই ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একাধিক বিষয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। যার মধ্যে অন্যতম পরমাণু চুক্তি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজের সঙ্গে মোদীর বৈঠকেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মেলবোর্নে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠতে দেখা গেল মোদীকে।

জানা গিয়েছে, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, প্রযুক্তি বিনিময়, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি এদিনের চুক্তিতে অস্ট্রেলিয়া সম্মত হয়েছে ভারতকে ইউরেনিয়াম দিতে। মোদী তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আজ পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমাদের মধ্যে। যা অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহের পথ খুলে দেবে। এর ফলে আমাদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কর্মসূচিতে নতুন গতি আনবে।' এদিন মোদী ও আলবানিজ এই যুগান্তকারী অংশীদারিত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে।

কৌশলগত সামরিক সহযোগিতা, অত্যাবশ্যকীয় খনিজ সরবরাহ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, প্রযুক্তি বিনিময়, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বার ভারতকে ইউরেনিয়াম দিতেও উদ্যোগী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

জেলা-মহকুমা হাসপাতালে লাইভ মনিটরিং, দালাল-রাজ বন্ধে জোর

স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে অ্যাকশনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিষেবার মানোন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং দালালচক্রের দৌরাত্ম্য রুখতে স্বাস্থ্য ভবনে নবনির্মিত কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা হাসপাতালকে এই লাইভ মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি বিহারের পাটনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের কন্ট্রোল রুম ঘুরে দেখে তিনি একই ধরনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গেও চালুর নির্দেশ দেন। এই কন্ট্রোল রুম থেকে মেডিক্যাল কলেজ, জেলা হাসপাতাল ও মহকুমা হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, জরুরি বিভাগের পরিষেবা, বহির্বিভাগে দালালচক্রের উপস্থিতি, হাসপাতাল চত্বরের পরিবেশ, বর্জ্য পরিষ্কার, রান্নাঘর, পার্কিং এলাকা এবং ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান পর্যন্ত নজরদারি করা হবে। বর্তমানে ১৫-১৬টি রাজ্য পরিচালিত হাসপাতাল এবং কয়েকটি জেলা হাসপাতাল এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ধাপে ধাপে তা সমস্ত মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

সরকারি হাসপাতালে রোগীদের খাবারের মান উন্নত করতেও বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ২০১৭ সালের পর প্রথমবার রোগীপিছু তিন বেলার খাবারের বরাদ্দ ৫৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মিড-ডে মিল, আইসিডিএস এবং গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি প্রকল্পেও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সরকারের অগ্রাধিকার সবসময়ই আর্থিকভাবে দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন।

রোগীদের খাবারের প্রসঙ্গেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'খাবারের মান খারাপ নয়, কিন্তু বরাদ্দ দীর্ঘদিন বাড়েনি। ২০১৭ সালের পর আর সংশোধন হয়নি। বাজারদর বেড়েছে, তাই বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।' একই সঙ্গে আইসিডিএস ও স্কুলের মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্পে খাদ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যাঁরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই আর্থিকভাবে দুর্বল। তাই তাঁদের মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব।'

স্বাস্থ্য পরিষেবায় জবাবদিহি আরও বাড়াতে চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড সহায়ক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রংভিত্তিক ল্যামিনেটেড পরিচয়পত্র চালুরও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে দায়িত্ব নির্ধারণ সহজ হবে এবং পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে বলে তাঁর মত।

তারাতলা দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড় ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবিলায় কলকাতায় অন্তত ২৫০ জনকে একসঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক ট্রমা সেন্টার প্রয়োজন। পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালে ইতিমধ্যেই ১০০টি বেড বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পুজোর আগেই আরও ২৫০টি বেড বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ১১২টি আইসিইউ বেড রয়েছে, সেটিও বাড়িয়ে অন্তত ২০০ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

রোগীর পরিজনদের দুর্ভোগ কমাতেও উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল চত্বরে স্বল্প ব্যয়ে শেড, বসার জায়গা, শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা তৈরির জন্য প্রয়োজনে প্রতিটি ইউনিটকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবনের নবনির্মিত কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

এনকাউন্টারের তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুর কাণ্ডে এনকাউন্টারের তদন্তভার দেওয়া হল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডিকে। মঙ্গলবার রাতে পুলিশি এনকাউন্টারে নিহত হন ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। এরপরই ওই এনকাউন্টারের পুলিশি তদন্তভার তুলে দেওয়া হল সিআইডি-র হাতে। প্রভাস মণ্ডলকে এনকাউন্টার করার ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে ঘটনার তদন্তভার তুলে দেওয়া হল সিআইডির হাতে। মঙ্গলবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানার চেষ্টা করবেন রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা। এমনকী কেন পুলিশকে গুলি চালাতে হল তাও সিআইডি খতিয়ে দেখবে বলে খবর।

নিয়ম অনুযায়ী বারুইপুর পুলিশ জেলা এই তদন্ত করতে পারে না। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই ঘটনার তদন্তভার সিআইডি-কে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক পুলিশ এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়। সেই তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সিআইডি-র তদন্তের পাশাপাশি ওই বিচারবিভাগীয় তদন্তও চলবে সমান্তরাল ভাবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে পুলিশের উপর হামলা, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ এবং পিটিয়ে খুনের অভিযোগে বুধবার রাতভর অভিযান চালিয়ে আরও ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উস্তি, মগরাহাটের মত জায়গা থেকে লোকজন এসেছিলেন রবিবার ওই এলাকায়। তাদের ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানেও একাধিক জায়গায় তল্লাশি চলে বুধবার রাতে। প্রসঙ্গত, গোলমালের ঘটনায় বুধবারই ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের নিজেদের হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও রাতভর চলে তল্লাশি। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তাতে ৩২ জনকে পাকড়াও করা হয়।

অন্যদিকে, নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধৃত আনন্দ এবং দিবাকর সর্দারকে এদিন মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ। তারা প্রভাস মণ্ডলকে চিনত। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলেই দাবি করে আনন্দ সর্দার।

বারুইপুরে নাবালিকার গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে পুলিশ আউটপোস্ট তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ঘোষণার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল বারুইপুর জেলা পুলিশকে। সূত্রে খবর, আউটপোস্টের জন্য এলাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখেন বারুইপুর পুলিশ সুপার এবং বেশ কয়েকটি জায়গা চিহ্নিতও করা হয়। এরই মধ্যে সূর্যপুর ঘাট সংলগ্ন একটি বাড়ি পরিদর্শনে যান বারুইপুর জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার। পুলিশ সূত্রের খবর, সূর্যপুর ঘাটের কাছে বাড়িটিকেই পুলিশ আউটপোস্ট হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। পুলিশের সূত্রে খবর, এলাকায় দ্রুত পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করা, টহলদারি বাড়ানো এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিজেপির অভিযোগ, নাবালিকার মৃত্যুর পর যে ব্যাপক অশান্তি, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ এবং অভিযুক্তদের বাড়িঘরে লুটপাট-তাণ্ডব চলেছিল, তার নেপথ্যে এই দুই সিপিএম নেতার প্রত্যক্ষ মদত ছিল। শুধু তাই নয়, সিপিএম নেতা লাহেক আলির বিরুদ্ধে জামাত এবং দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগসাজশ থাকার মতো অত্যন্ত গুরুতর ও সংবেদনশীল অভিযোগও এনেছে পদ্ম শিবির। এরপরই বিজেপির পক্ষ থেকে দুই সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। বারুইপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির লিখিত অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। এলাকায় নতুন করে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায়, তার জন্য পুলিশি টহলদারি জারি রয়েছে।

দাঙ্গাকারীদের প্রতিবাদী বলা যায় না, মমতাকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বারুইপুরে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, যাঁদের তৃণমূল 'প্রতিবাদী' বলে উল্লেখ করছে, তাঁদের বিরুদ্ধেই খুন, অগ্নিসংযোগ, পুলিশকে আক্রান্ত করা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

এদিন নিজের পোস্টে ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করে লেখেন, 'যাঁদের আপনি প্রতিবাদী বলছেন, তাঁরাই এক নিরীহ যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে পরিচয় দেখে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো, পুলিশকে আক্রমণ, রেললাইন উপড়ে ফেলা, আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করা, এ সবই কি প্রতিবাদ?'

তিনি আরও বলেন, 'নতুন পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো অপরাধে যেমন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, তেমনই গণপিটুনিতে নিরপরাধ মানুষকে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নজরে বিগত সরকারের দুর্নীতি, শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ১৫ বছরের শাসনকালে বিভিন্ন দপ্তরে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে এ বিষয়ে প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ একাধিক দপ্তরের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের কাছ থেকে প্রকল্পভিত্তিক তথ্য ও নথি চাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার হয়েছে কি না, বরাদ্দ অর্থের অপচয় বা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। প্রতিটি দপ্তরকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরের প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে রাজ্য সরকার।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি দপ্তরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শ্বেতপত্রের খসড়া তৈরি হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক নথি, প্রশাসনিক অনুমোদন, ব্যয়ের হিসাব এবং নিরীক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যও খতিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূলের তিন প্রাক্তন সাংসদ বিজেপিতে, প্রার্থী রাজ্যসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন তিন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশচিক বরাইক। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতি দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন রাজ্যসভার প্রাক্তন তিন সাংসদ। তার পরেই শমীক জানিয়ে দেন, এই যোগদান 'ব্যতিক্রমী' ঘটনা।

তবে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের যোগদান করানোর বিষয়ে যে নীতি তাঁদের ছিল, তা থেকে কোনও মতেই 'বিচ্যুতি' নয়। তিনি স্পষ্ট বলেন, তৃণমূলে থেকে যাঁরা দুর্নীতি করেননি, তাঁদের আগেই পাশে চেয়েছে বিজেপি। উল্লেখ্য, বিজেপিতে যোগদানের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে এই তিন জনের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি।

এই যোগদানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কারণ, তৃণমূলের তিন সাংসদের ইস্তফার ফলে যে তিনটি রাজ্যসভার আসন শূন্য হয়েছে, সেই আসনগুলিতেই আগামী ২৪ জুলাই উপনির্বাচন হওয়ার কথা। এই তিনটি আসনেই এবার বিজেপির প্রার্থী এই তিন জন।

বিজেপি সূত্রের দাবি, অভিজ্ঞ সংসদীয় মুখদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সংগঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এদিন আর একটি ঘটনাও রাজনৈতিক কৌতূহল বাড়িয়েছে।

ইরান-মার্কিন সংঘাতে শান্তিরই বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: এক মাত্র আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। ইরান-আমেরিকার মধ্যে ফের 'যুদ্ধ' শুরু হতেই শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বর্তমানে ত্রিদেশীয় সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার তিনি পা রেখেছেন অস্ট্রেলিয়ায়। মোদীর অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝেই ফের 'যুদ্ধ' শুরু হয়ে গিয়েছে ইরান-আমেরিকার মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে সিডনি থেকে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বিশ্বের সমস্ত সমস্যা একমাত্র আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব।'

উল্লেখ্য, নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। আগেই ইরানের বিরুদ্ধে আরও সামরিক হামলার হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার মধ্যরাতে ইরানে নতুন করে হামলা চালায় আমেরিকা। হরমুজের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার প্রত্যাঘাত শুরু করে মার্কিন বাহিনী। ইরানের সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, সে দেশের উপসাগরীয় উপকূলের কাছাকাছি দক্ষিণাঞ্চলীয় দু'টি এলাকা বন্দর আব্বাস এবং সিরিকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। আমেরিকা বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে বন্দর আব্বাস এলাকার কাছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে ইরানি বাহিনী। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে কোনারাক এবং চাবাহার এলাকার কাছেও। বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পর থেকে ইরানের চাবাহারের কিছু অংশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

ইরানশাহরের একটি ইরানি বিমানঘাঁটিও মার্কিন হামলার শিকার হয়েছে বলে খবর। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে তেহরান, বন্দর আব্বাস-সহ ইরানের একাধিক শহর। তবে এই হামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'হরমুজ প্রণালীতে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করছে ইরান। সেই কারণেই আমেরিকার সেনা তেহরানে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।' অভিযানের পর ট্রাম্প একাধিক ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, ইরানের উপর ২০ গুণ বেশি শক্তিশালী আঘাত হেনেছে ওয়াশিংটন।

বুধবার রাতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সমাজমাধ্যমের পোস্টে ইরানে হামলার খবর জানায়। এক্স হ্যান্ডলে তাদের বক্তব্য, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে তাদের বাহিনী হরমুজ প্রণালীতে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ইরানের এই আস্ফালন অযৌক্তিক, বিপজ্জনক এবং যুদ্ধবিরতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল আমেরিকার সেনা বাহিনী।' এদিকে, এই পরিস্থিতিতে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

স্পেনের স্বপ্নযাত্রা থামাতে মরিয়া বেলজিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ের প্রায় ষোলো বছর পর আবারও শিরোপার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছে স্পেন। লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল এ বারের আসরে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। গ্রুপ পর্বে শীর্ষস্থান দখলের পর তারা নকআউট পর্বে সহজেই অস্ট্রিয়াকে হারায়। এরপর পর্তুগালের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ মুহূর্তে মিকেল মেরিনোর গোলে জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে লা রোহা। স্পেনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি তাদের দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগ। এ পর্যন্ত টুর্নামেন্টে একটিও গোল হজম করেনি তারা। বিশ্বকাপে টানা ছয়টি ম্যাচে ক্লিন শিট রেখে তারা নতুন নজির গড়েছে। ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন দে লা ফুয়েন্তের অধীনে এখন পর্যন্ত সব বড় নকআউট ম্যাচ জিতেছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে।

ইতিহাসও স্পেনের পক্ষেই কথা বলছে। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শেষ এগারো সাক্ষাতের মধ্যে নয়টিতেই জয় পেয়েছে স্পেন। যদিও দুই দলের শেষ লড়াই প্রায় এক দশক আগে হয়েছিল, তাই পুরনো পরিসংখ্যানের চেয়ে বর্তমান ফর্মই এই ম্যাচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অন্যদিকে, বেলজিয়ামও নতুন উদ্যমে নিজেদের প্রমাণ করছে। গ্রুপ পর্বে খুব বেশি দাপট না দেখালেও তারা শীর্ষে থেকে নকআউটে ওঠে। সেনেগালের বিরুদ্ধে নাটকীয় ৩-২ ব্যবধানে জয় এবং পরে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে। কোচ রুডি গার্সিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে কেভিন ডি ব্রুইনে, জেরেমি ডোকু ও রোমেলু লুকাকুকে বেঞ্চে রেখেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত সফল হয়। চার্লস ডি কেটেলারের জোড়া গোল এবং হান্স ভানাকেনের দুরন্ত পারফরম্যান্সে বেলজিয়াম সহজ জয় পায়। পরে বদলি হিসেবে নেমে লুকাকুও গোল করে নিজের দুর্দান্ত ফর্মের প্রমাণ দেন।

কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন বেলজিয়ামের সোনালি প্রজন্মের যুগ শেষ। কিন্তু এখন তারা টানা আঠারো ম্যাচ অপরাজিত। নতুন ও পুরনো তারকাদের মিশেলে গড়া এই দল আবারও বিশ্বসেরার স্বপ্ন দেখছে। তবে চোট সমস্যা কিছুটা ভাবাচ্ছে বেলজিয়ামকে। মিডফিল্ডার আমাদু ওনানা গুরুতর চোটে ছিটকে গিয়েছেন। ফলে মাঝমাঠে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। ডি ব্রুইনে আবার প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন, যা দলের সৃজনশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। সব মিলিয়ে, একদিকে অটুট রক্ষণ আর ধারাবাহিকতা, অন্যদিকে পুনর্জাগরণের গল্প, এই দুই শক্তির সংঘর্ষে বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা কোয়ার্টার ফাইনালের অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

স্পেনের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ

সিমন; পোরো, কুবার্সি, লাপোর্তে, কুকুরেয়া; রদ্রি, পেদ্রি; ইয়ামাল, ওলমো, বায়েনা; ওইয়ারসাবাল।

বেলজিয়ামের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ

কুর্তোয়া; কাস্তানিয়ে, এনগয়, মেখেলে, দে কাইপার; ভানাকেন, তিলেমান্স; লুকেবাকিও, দে ব্রুইনে, ত্রোসার; দে কেটেলার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, **Susama Dolai Ghorai**, wife of Rintu Ghorai, residing at Village: Manasadwip, P.O.: Khasmahal, P.S.: Sagar, District: South 24 Parganas, West Bengal, do hereby declare that in the Birth Certificate of my son **Ritam Ghorai**, my name has been recorded as **"Susama Ghorai"**. I further declare that **"Susama Dolai Ghorai"** and **"Susama Ghorai"** refer to one and the same person. As the Affidavit affirmed before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Kakdwip, on 08/06/2026, my correct and actual name is **Susama Dolai Ghorai**. All concerned are requested to take note.

CHANGE OF NAME

I, **Aditya Goenka** S/O Anand Prakash Goenka residing at 2, Hunger Ford Street, P.S.- Shakespeare Sarani, Kolkata-700017 have changed my name and shall henceforth be known as Aditya Kumar Goenka as declared before the Notary Public, Kolkata dated 08.07.2026.Aditya Goenka and Aditya Kumar Goenka is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **J Malleswar Rao** S/o, Jinaga Appanna, residing at Kelvin Line1/2, Park Road, Talpukur, North 24 Parganas, Pin-700123, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from J MALLESWAR RAO to JINAGA MALLESWAR RAO and henceforth I shall be known as JINAGA MALLESWAR RAO in all purpose vide affidavit no 21/2026 sworn before the Notary Public at KOLKATA on 09/07/2026. JINAGA MALLESWAR RAO and J MALLESWAR RAO both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **JOTAI MONDAL** S/O Gora Chand Mondal residing at 20, Hemanta Basu Sarani, Hare Street, Kolkata-700001, W.B. do hereby declare vide affidavit no. 990 dated 09.03.2026 before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kolkata that my father's actual and correct name is GORA CHAND MONDAL which is duly recorded in my Voter Card being no. WKJ2317592 and in my father's previous Voter Card being no. WB/10/062/489385 but inadvertently my father's nickname name has been recorded as NARU MONDAL in my father's present Voter Card being no. ZUY2326049. GORA CHAND MONDAL and NARU MONDAL is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Rajkumar Gupta** S/O Ramnaresh Sukhchain Gupta residing at Flat No. A-4001, Venezia, Lodha Florenza, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400063 Maharashtra do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Mumbai dated 03.07.2026 that my actual and correct name is Rajkumar Gupta but in my Aadhaar Card, my name has been recorded as Rajkumar Ramnares Gupta, in passport bearing no. J8881492, my name has been recorded as Rajkumar Ramnaresh Gupta, in PAN Card, my name has been recorded as Gupta Rajkumar. Rajkumar Gupta, Rajkumar Ramnares Gupta, Rajkumar Ramnaresh Gupta and Gupta Rajkumar i.e. myself am the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Nasiruddin Mandal** S/O Late Mainuddin Mondal residing at 51, Dakshin Hatiara, Gahamari Nagar, Hatiara, Rajarhat Gopalpur (M) Ghuni, Dist.-25 Parganas (North), Kolkata-700059, W.B. do hereby declare vide affidavit before the Notary Public, Kolkata dated 08.07.2026 that my deceased father's correct and actual name is Moinuddin Mondal which has been recorded in my Aadhaar Card, PAN Card and WBCHSE certificate. But in my passport being no. P-5907727, my deceased father's name has been recorded as Mainuddin Mondal in place of Moinuddin Mondal. Mainuddin Mondal and Moinuddin Mondal i.e. my deceased father is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১/ শ্রী সাগর সাহা পিতা মহাদেব সাহা, সাং দক্ষিণ কালীনগর চ্যাটার্জী বাড়ী লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯৭ নং সোন্দা মৌজার আর. এস. ১২০৬৫, ১২০৬৬, ১২০৬৭, ১২০৬৮ এল. আর ২৭৮৬৪ দাগের ১.৪৯ শতক, সম্পত্তি গত ইং ২০/০৪/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I- 5494/2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক শ্রী নির্মল সাহা পিতা মৃত প্রফুল্ল কুমার সাহা, সাং ... [illegible] ... উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই জুলাই, ২৫শে আষাঢ়। শুক্রবার। যোগিনী একাদশী তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(যোগিনী একাদশী তিথি।)

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16332 নং এফিডেভিট বলে আমি Tamojet Nath (old name), S/o. Tapan Kanti Nath, R/o. Sreekrishna Bhavan, Bandel Station Road, Green Park, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Tamojet Nath নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tamojit Nath (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tamojit Nath & Tamojet Nath S/o. Tapan Kanti Nath, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইং 07/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 86 নং এফিডেভিট বলে আমি Asit Kabairaj (old name), S/o. Bholanath Kabiraj, R/o. Sherpur, Nayasarai, Balagarh, Hooghly-712513, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asit Kabairaj নাম পরিবর্তন করিয়া Asit Kabiraj (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Asit Kabiraj & Asit Kabairaj S/o. Bholanath Kabiraj, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16480 নং এফিডেভিট বলে আমি Asmat Ali (old name), S/o. Sk Bechu, R/o. Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asmat Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Asmat Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Asmat Ali & Sk Asmat Ali & Asmat Ali S/o. Sk Bechu, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Jahangir Hossain.

গত 08/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16481 নং এফিডেভিট বলে আমি Aeasa Bibi (old name), W/o. Sekh Asmat Ali, R/o. Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Aeasa Bibi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayesha Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ayesha Bibi & Aeasa Bibi W/o. Sekh Asmat Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Jahangir Hossain.

I, Sharmistha Mallik, W/o. Tapas Kumar Pan, R/o. Vill Natungram, P.O. & P.S. Mogra, Dist. Hooghly, W.B., Pin 712148, do hereby declare that I have changed my name from Sharmistha Mallik to Sharmistha Pan Mallik and henceforth I shall be known as Sharmistha Pan Mallik in all purpose, vide an affidavit no. 990 sworn before the Notary Public, Hooghly at Chinsurah Court on 08/07/2026. I, Sharmistha Pan Mallik & Sharmistha Mallik, both are the same & one identical person.

গত ইং 07/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কান্দী, মুর্শিদাবাদ, কোর্টে 8457 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Samsul Alam S/o. Lt. Md Razuan Ali, R/o. Andi, Burwan, Murshidabad-742168, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Samsul Alam ও Mahammad Samsul Alam একই ব্যক্তি এবং আমার পিতা Md Razuan Ali, Md Razaun Ali, Mahammad Rezuan Ali, Md Rezuan Ali, Mohd Razuan Ali, Mahammad Rejuan Ali, Md Rezuan Ali & Rejuram Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন, যে নামগুলি আমার বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 09/07/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16274 নং এফিডেভিড বলে আমি, Kasim Majid Shaikh, S/o. Majid Shaikh, R/o. Basu Mahalla, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতার ব্যাঙ্ক পাশবুকে এবং পিতার জবগেট পাশ সার্টিফিকেটে পিতার সঠিক নাম Sk Majid-এর পরিবর্তে Sk Mazid লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Sk Majid ও Sk Mazid এবং Majid Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 235 নং এফিডেভিড বলে আমি Golam Mortaza ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Jakeria ও Md. Jakiriya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 03/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11283 নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjwal Kumar Das S/o. Netai Chandra Das & Ujjal Das S/o. N. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/07/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16644 নং এফিডেভিড বলে আমি, Saddik Shaikh, S/o. Late Shaukat Shaikh, R/o. Gholsara, Talchinan, Sanihati, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার রেশন কার্ডে আমার সঠিক নাম Saddik Shaikh-এর পরিবর্তে Saider Ali এবং আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম Sekh Saider Ali লিপিবদ্ধ আছে। আমি Saddik Shaikh S/o. Shaukat Shaikh, Saider Ali এবং Sekh Saider Ali S/o. Sekh Saokat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং উক্ত এফিডেভিট বলে আমার রেশন কার্ডে এবং আমার ভোটার কার্ডে আমার সঠিক নাম Saddik Shaikh লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

গত 30/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 36 নং এফিডেভিড বলে আমি Raja Paswan & Raju Paswan S/o. Pannalal Paswan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 10715 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Azad ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nurul Huda ও Md Narul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়া প্রথম অতিরিক্ত জেলা জজ্ বাহাদুর আদালত

২০২৫ সালের ৮২ নম্বর বিবাহ সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা

অভিযোগকারী : সুতপা ভঞ্জ গুহ

বনাম

রেসপনডেন্ট : অরুণাভ গুহ, পিতা- ৺শচীন্দ্রনাথ গুহ, সাকিম- ২২৭ বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা ৭০০০০৬

এতদ্বারা উক্ত রেসপনডেন্ট কে জানানো যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমার অভিযোগকারী উক্ত বিবাহ সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৫ দিবসে রুজু করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রেসপনডেন্ট বারংবার অন্যত্র সরিয়া যাইয়া তাহার সমন বে-জারী করিতেছেন। এক্ষনে উক্ত রেসপনডেন্টের অত্র মোকর্দ্দমায় কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা তাহার কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিবসের মধ্যে হাজির হইবেন নতুবা উক্ত রেসপনডেন্টের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কাকলি বনিক,উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
Chief Administrative Officer,
District Judge's Court, Hooghly

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১/ শ্রী দেবব্রত মিত্র পিতা কমল কুমার মিত্র,সাং বি. কে. মোদক লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া ২/ শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস পিতা মৃত বিশ্বনাথ বিশ্বাস, সাং হরপসি পাড়া লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯৭ নং সোন্দা মৌজার আর. এস. ৩০৯৬ এল. আর ৭৬৪৮ দাগের ৭.০০ শতক, সম্পত্তি গত ইং ০৭/০৯/২০২৫ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I - 8371/2025 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১/শ্রী অলিপ কুমার মিত্র পিতা মৃত অলিপ মিত্র, ২/শ্রী দিলীপ কুমার মিত্র উভয়ের পিতা দুলাল কুমার মিত্র, সাং- বি. কে. মোদক লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে রাকেশ শর্মা পিতা চন্দ্র ভূষণ শর্মা সাং- গোয়ারিপুকুর লেন পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ২৪/০২/২০২৬ তারিখে A.D.S.R অফিসে I-1841/2026 নং দলিলে ৩০৯৬ দাগের খতিয়ান থেকে ৭.০০ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

NOTICE

This is to inform that Pulse Diagnostics Pvt Ltd. has closed their branch at 96/2A, Sarat Bose Road Kolkata 700026 as they have relocated to another place.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রিমা রায় ওরফে রিমা রায় বিশ্বাস স্বামী- সজীব কুমার বিশ্বাস, পিতা-নিখিল রায় বিগত 02/02/2026 তারিখে বারাসাত A.D.S.R অফিসে 350 নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় সেখ সহিদুল, মৌজা-বারাসাত J.L-79, L.R খতিয়ান-9292, R.S- দাগ- 637 ও L.R-6049, এক কাঠা জমি 02/03/2026 তারিখে অত্র অফিসে 834/26 সাফ কোবলা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-1 B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

T.K. Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১/বাবুচাঁদ সেখ পিতা মৃত ঝাঁকা সেখ, সাং চকেরপাড়া আর.এন.ঠাকুর রোড পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া ২/ শ্রী উজ্জ্বল দে পিতা শিশির কুমার দে ,সাং বগুলারোড পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৩/ শ্রী অভিজিৎ সাহা পিতা সত্যেন সাহা ,সাং হপসী পাড়া লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ৪/ শ্রী সমর হালদার পিতা মৃত সন্তু হালদার, সাং- হরি পঞ্চাননতলা লেন পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা -কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯৭ নং সোন্দা মৌজার আর. এস.ও এল. আর ৫০৮৬ দাগে ৩০৬/৪ খতিয়ান থেকে ২১.৩২ শতক , ও ২৮৯/৩ খতিয়ান থেকে ২১.৩২ শতক , ৫০৮৯ দাগে ৯২৬০ খতিয়ান থেকে ১৬.৮৫ শতক ,ও ৯৩০৩ খতিয়ান থেকে ১৬.৮৫ শতক , ৫০৮৮ দাগে ৩১০ খতিয়ান থেকে ২১.০০ শতক ,ও ৯৩০৩ খতিয়ান থেকে ২১.০০ শতক, মোট ১১৮.৩৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ০৯/০৪/২০২৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-3780 /2024 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক ১/ শ্রী জীতেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী পিতা মৃত জুরান চন্দ্র সন্ন্যাসী, ২/নমিতা সন্ন্যাসী স্বামী মৃত জগদীশ চন্দ্র সন্ন্যাসী, ৩/ইন্দ্রজিৎ সন্ন্যাসী ৪/জ্যোতি সন্ন্যাসী উভয়ের পিতা মৃত জগদীশ চন্দ্র সন্ন্যাসী সর্ব সাং ঘরামীপাড়া পোঃ ঘূর্ণী, থানা -কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি ।এক্ষণে ১/ সোমা গুহ পিতা সুধাময় গুহ সাং- ৪১৪ পি.কে.গুহ রোড পোঃ-ও থানা - দমদম, জেলা- উঃ২৪ পরগণা ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে I- 6636/2024 নং দলিলে ৫০৮৬ দাগের ৩০৬/৪ খতিয়ান থেকে ০.৮২ শতক ও ২৮৯/৩ খতিয়ান থেকে ০.৮৩ শতকবিক্রয় করিয়াছি। ২/ কার্ত্তিক বিশ্বাস পিতা রিপন বিশ্বাস সাং- জগৎবন্ধুবাক লেন পোঃ ঘূর্ণী, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ১৫/০৭/২০২৪ তারিখে A.D.S.R অফিসে I- 7143/2024 নং দলিলে ৫০৮৮ দাগের ৩১০ খতিয়ান থেকে ১.৩৫ শতক ও ৯৩০৩ খতিয়ান থেকে ১.৩৫ শতকবিক্রয় করিয়াছি ।৩/ অজিত বিশ্বাস পিতা সূর্য্য বিশ্বাস সাং- ঘরামীপাড়া ২য় লেন পোঃ ঘূর্ণী, থানা -কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ২৫/১১/২০২৫ তারিখে A.D.S.R অফিসে I- 11409/2025 নং দলিলে ৫০৮৬ দাগের ৩০৬/৪ খতিয়ান থেকে ১.৬৬ শতক ও ২৮৯/৩ খতিয়ান থেকে ১.৬৭ শতক বিক্রয় করিয়াছি ।৪/ প্রকাশ বিশ্বাস পিতা রনজিৎ বিশ্বাস সাং- নওপাড়া কলোনী পোঃ নওপাড়া, থানা- ধুবুলিয়া , জেলা- নদীয়া, ২২/০৯/২০২৫ তারিখে A . D . S . R অফিসে I - 9780/2025 নং দলিলে ৫০৮৯ দাগের ৯২৬০ খতিয়ান থেকে ২.০৬ শতক ও ৯৩০৩ খতিয়ান থেকে ২.০৬ শতক বিক্রয় করিয়াছি ।৫/ শুক্লা ভট্টাচার্য্য স্বামী সৌমিত্র ভট্টাচার্য্য সাং- যদুনাথ পাল লেন পোঃ ঘূর্ণী, থানা - কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, ১৯/০১/২০২৬ তারিখে A.D.S.R অফিসে I- 434/2026 নং দলিলে ৫০৮৬ দাগের ৩০৬/৪ খতিয়ান থেকে ০.৮৩ শতক ও ২৮৯/৩ খতিয়ান থেকে ০.৮২ শতকবিক্রয় করিয়াছি । উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর -১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ সওকত আলি, ২)আব্দুল আলি, ৩)সেখ আসরফ আলি,** সকলের পিতা মরহুম আমির আলি, সকলের সাকিম রানাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৪)সাবেরা খাতুন,** স্বামী আব্দুল রহমান, পিতা সেখ আমীর আলি, সাকিম জোড়াঘাট লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **৫)লায়লী বেগম,** পিতা আমীর আলি, সাকিম শ্যাম গ্রাম, হরিণখোলা, আরামবাগ, হুগলী-৭১২৪১৫, **৬)রকিয়া বেগম,** স্বামী তরিকুল আলম, সাকিম দুবরাজ দিঘীর উত্তর পূর্ব পাড়, বর্দ্ধমান, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১০১, **৭)নাসিরা বেগম,** পিতা সেখ আমির আলি, স্বামি সাহাজান মহম্মদ, সাকিম ১৫ দরগাতলা লেন উত্তর পাড়া, ধরসা, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৩, **৮)লতিফা বেগম,** স্বামী মরহুম মহম্মদ আলী, সাকিম রানাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৯)সাবিনা ইয়াসমিন,** স্বামী সেখ নাজিবর রহমান, সাকিম রানাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১১/০২/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00885/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(১০)আজাহার আলী,** মরহুম মহম্মদ আলী, সাকিম রানাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/০২/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.- I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01542/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অনিক দাস,** পিতা শ্রী জয়ন্ত দাস, সাকিম মারশীট, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মারশীট, ১০০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৭ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭০৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৭ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অনিক দাস** পিতা শ্রী জয়ন্ত দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

--আজাহার আলী, আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সেখ আকবর আলি ও ২)সেখ নিজামউদ্দিন,** উভয়ের পিতা মরহুম সেখ আব্দুল ওহাব, সকলের সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00697/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(তুষার কান্তি মন্ডল** পিতা ৺কার্তিক মন্ডল, সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01256/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)গোপী বেদ,** পিতা ৺রাম দেব বেদ, ও **২)জোহানা বেদ,** স্বামী গোপী বেদ, উভয়ের সাকিম খারাজীপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াকে ১.৭৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৫৬ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৩৫১ নং তথা হাল এল.আর. ৪০১ নং দাগে শুনা জমি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৯৮ শতকের মধ্যে ০.২২৯৭ অংশে ২৩ শতক মধ্যে ১৬ শতক তন্মধ্যে ১.৭৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)গোপী বেদ,** পিতা ৺রাম দেব বেদ, ও **২)জোহানা বেদ,** স্বামী গোপী বেদ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

-- তুষার কান্তি মন্ডল, আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী গীতা রানী দাস** স্বামী শ্রী রবীন্দ্র নাথ দাস, সাকিম ৫৯/৩৩, শম্ভু বাবু লেন, ইন্টালী, কলিকাতা-১৪, মহাশয়ার পক্ষে খাস মক্তার শ্রী চিত্ত রঞ্জন চন্দ, পিতা ৺ প্রিয়নাথ চন্দ, সাকিম শুভপল্লি কারবালা মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৭/০৪/১৯৮৪ তারিখে সদর যুগ্ম সাব-রেজিষ্টার, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-1177/1984 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অমল চন্দ্র চন্দ,** পিতা ৺প্রিয়নাথ চন্দ, সাকিম শুভপল্লি কারবালা মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে ০৪ কাঠা ১৪ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **শ্রী অমল চন্দ্র চন্দ,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইংরাজী ১৭/০৪/১৯৮৪ তারিখে সদর যুগ্ম সাব-রেজিষ্টার, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-1181/1984 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শচীন ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺কালিপদ ব্যানার্জ্জী, সাকিম অরবিন্দপল্লি, উত্তরপাড়া, হুগলী, মহাশয়কে ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। অনুরূপ ভাবে, **শ্রী শচীন ব্যানার্জ্জী,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইংরাজী ০৭/১২/১৯৯০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-5103/1990 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস,** পিতা ৺নিরোদ বরন বিশ্বাস, সাকিম রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে উক্ত ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন।<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গা, জে.এল. নং ১০, হাল এল.আর. আর.এস. ৮২৯ নং তথা হাল ৯৬০ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ২৭ তথা হাল এল.আর. ১৯৯ নং দাগে ডাঙ্গা জমি বর্তমানে ভিটি জমি ০২ কাঠা ০৭ ছটাক ০৪ বর্গফুট অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস,** পিতা ৺নিরোদ বরন বিশ্বাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বিনয় মন্ডল, পিতা- মৃগাঙ্ক মন্ডল, সাং-ফ্রিঞ্জ রোড, বারাকপুর, রামকৃষ্ণপল্লী, পোঃ ও থানা- বারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা-৭০০১২০, গত ইংরাজী ২৪/০৬/২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ তাহার একখানি ব্যাগ হারাইয়া ফেলে, যাহার মধ্যে একটি আসল দলিল (সাফ বিক্রয় কোবালা), যাহার নং ৪৯৪১/১৯৮৮, তাং ০১/০৮/১৯৮৮, যাহা বারাসাত রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত। উক্ত দলিলটি হারাইয়া যাইবার জন্য ইংরাজী ২৫/০৬/২০২৬ তারিখে দক্ষিণেশ্বর থানায় একখানি জি.ডি. করেন, যাহার নং ১৩২২/২০২৬। উক্ত দলিলখানি খুঁজিয়া পাইলে আমার সহিত নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

আইনজীবি
Mrinmoy Majumder
বাকপুর আদালত
মোঃ- ৮০১৩৬১৪৫১৮
২৯/৬/২০

DECLARATION

IN THE COURT OF LD. JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE

I, **Sujit Kumar Roy,** S/o Lt. Mohit Kumar Roy & others of 1/118 Sree Colony, Kolkata-92, do declare before the Ld. J.M. at Alipore on 16.06.2026 bearing R No. 1823/26 that we all are the legal heirs & successors of Madhab Chandra Roy, who died intestate on 03.11.1973, and we all became the joint owners to inherit his undivided property as equal shareholders according to Hindu Law of Succession.

His name is recorded in KMC as the assessor vide No. 230980801410. We all, the present owners, demarcated our shares mutually and if necessity arises, we shall make a Partition Deed before the Registrar concerned.

If anybody claims or proves us false/fabricated, then we shall be fully responsible for that act & action.

বিজ্ঞপ্তি

In the 7th Addl. Dist.Judge Court, at Paschim Midnapur
J.Misc.103/2025

Sri Sir Gopinath Jew of Village Gopalpur under P.S. Keshiary, Dist- Paschim Medinipur represented by Sebaits (Trusties)
1) Sri Rampada Maiti (President) S/O Lt. Gajendra Nath Maiti Vill- Kanchanpur, P.O + P.S. - Keshiary of Paschim Midnapore & Ors
.... Petitioners

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানার কেশিয়াড়ী মৌজার গ্রামবাসী সর্ববসাধারনকে জানানো যায় যে, নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তিঠাকুর জীউর স্বর্থে ও হিতার্থে বিক্রয়ের অনুমতির প্রার্থনায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মন্দির নির্ম্মানের ও যাবতীয় খরচায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দরখাস্তকারীগন উথাপন করিয়াছে। উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইং 07.08.26 তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইয়া আপত্তি আদিদাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা মতে শুনানী ও নিস্পত্তি হইবে।

<u>তপশীল সম্পত্তির বিরন</u>

District Paschim Medinipur, P.S. - Keshiary, Mouza - Keshiary, J.L. No.106,Khatian No.240
Plot No.540, Nature Jal Soyem, Area 29 decimals, Plot No.2694, Nature Jal Soyem, Area 10 decimals

অনুমত্যানুসারে
(T.K. Sahoo) বেঞ্চ ক্লার্ক
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুব
. এ্যাডিশনাল ডি. জর্জ ৭ নং কোর্ট
জেলা ডিষ্ট্রিক্ট আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস্ সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>**A2Advantage Ad Agency,**</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জুলাই জুড়ে শিল্পে জোর, হাওড়ায় আমুল-সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পূর্ব ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বড় শিল্প প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। জুলাই মাসেই হুগলি, হাওড়া ও বাঁকুড়ায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের শিলান্যাসের কর্মসূচি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হাওড়ার সাঁকরাইলে আমুলের প্রস্তাবিত মেগা ডেয়ারি প্রকল্প, যার শিলান্যাস হবে আগামী ১৮ জুলাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের।

প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সাঁকরাইল ফুড পার্কে এই ডেয়ারি প্রসেসিং প্ল্যান্ট গড়ে তুলবে আমুল। সংস্থার দাবি, এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদনকারী কারখানা। প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি প্রায় ১০ লক্ষ কেজি দই এবং অন্যান্য ফারমেন্টেড দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকবে এই প্রকল্পের। এছাড়া মিষ্টি দই, লস্যি, পনির, মাখন, ঘি ও আইসক্রিমও তৈরি হবে।

প্রকল্পের জন্য হাওড়াকে বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। জাতীয় সড়ক ১৬ ও ১৯-এর সংযোগ, কলকাতা বন্দর এবং রেলপথের নৈকট্য থাকায় এখান থেকে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সহজেই পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্প চালু হলে রাজ্যের দুগ্ধচাষীরা নিয়মিত বাজার এবং ন্যায্য দাম পাবেন। পাশাপাশি সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে। আগামী শনিবার হুগলির ডানকুনিতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে লাক্স কোজির নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এটি নতুন সরকারের আমলে প্রথম বড় উৎপাদনমুখী শিল্প প্রকল্পের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আমতলায় বিগত সরকারের দুর্নীতি

তিন বছর কাজ না করেই ৪০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ চিকিৎসকের, কড়া তদন্তে সরকার

দেবাশিস দে

আমতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে বিগত তৃণমূল সরকারের আমলের এক চরম অরাজকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর খতিয়ান সামনে এসেছে, যা নিয়ে বর্তমানে রাজ্যজুড়ে তীব্র তোলপাড় শুরু হয়েছে। অভিযোগ, হাসপাতালের দন্ত চিকিৎসক ডা. সুজয়েশ হালদার গত প্রায় তিন বছর আগে এই হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দাবি অনুযায়ী; তিনি এই দীর্ঘ সময়ে কার্যত একদিনও নিয়মিতভাবে দন্ত বিভাগে বসে রোগীদের পরিষেবা দেননি। এমনকী বহু রোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁকে হাসপাতাল চত্বরে দেখাই যায়নি। সরকারি চাকরিতে বহাল থেকে, জনগণের করের টাকায় মোটা অঙ্কের বেতন পকেটে পুরে তিনি অধিকাংশ সময় ডায়মন্ড হারবার এলাকায় নিজের ব্যক্তিগত প্র্যাকটিসে ব্যস্ত ছিলেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে। নির্ধারিত সরকারি ডিউটি ফাঁকি দিয়েও গত কয়েক বছরে তিনি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার সরকারি বেতন অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করেছেন, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে প্রশাসনের কোন অদৃশ্য হাতের মদতে এবং কাদের প্রশ্রয়ে জনগণের কষ্টের টাকায় এভাবে হাসপাতালের রোগীদের বঞ্চিত করে নিয়মিত বেতন মঞ্জুর করা হল? কারা এই চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির আসল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দুটি সরকারি নির্দেশপত্রে এই দুর্নীতির জট আরও স্পষ্ট হয়েছে। গত ১৪ মে ২০২৬-এর একটি আদেশে ডা. সুজয়েশ হালদারকে সপ্তাহের তিনদিন আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং বাকি তিন দিন বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের চণ্ডী দৌলতাবাদ বিপিএইসিতে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্নীতির শিকড় কত গভীরে তা প্রমাণ করে পরবর্তী নির্দেশনামাটি। গত ১৬ জুন ২০২৬-এর আরেকটি সরকারি আদেশে সেই ডিটেইলমেন্ট তড়িঘড়ি প্রত্যাহার করে তাঁকে অবিলম্বে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে আবার সপ্তাহে প্রত্যেক দিন নিয়মিত পরিষেবা দেওয়ার কড়া নির্দেশ জারি করা হয়। এই দুটি সরকারি নথিই প্রমাণ করছে যে, বিগত জমানায় স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্দরে চিকিৎসকদের একাংশের এই স্বেচ্ছাচারিতা ও ফাঁকিবাজিকে সম্পূর্ণ আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল। যদি ওই চিকিৎসক নিয়মিত দায়িত্ব পালনই করতেন, তবে কেন তাঁকে বারবার প্রতিদিন হাসপাতালে যোগদানের জন্য এমন বিশেষ নির্দেশ দিতে হলে, তাতেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে পূর্বতন সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কী ছিনিমিনি খেলাই না খেলা হয়েছে।

যদিও এই মহাসঙ্কট ও অনিয়ম ঢাকতে আমতলা হাসপাতালের সুপার ডা. অর্ণব প্রামাণিক এক অদ্ভুত সাফাই গেয়েছেন। তাঁর দাবি, পুরনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলার কারণে নাকি দন্ত বিভাগ পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ওই চিকিৎসক সপ্তাহে মাত্র একদিন রোগী দেখেন এবং ভবিষ্যতে সপ্তাহে দু'দিন পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। তবে হাসপাতাল চত্বরে সুপারের এই খোঁড়া যুক্তির সমর্থনে কোনও দৃশ্যমান প্রমাণ খুঁজে পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতালের এক রোগীর আত্মীয় ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, আমি বহু বছর ধরে এই হাসপাতালে আসছি। কিন্তু দাঁতের ডাক্তারকে কোনওদিন নিয়মিত বসে রোগী দেখতে দেখিনি। আমাদের গরিব মানুষদের দাঁতের চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে বাইরে গিয়ে মোটা টাকা খরচ করতে হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. সুজয়েশ হালদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অত্যন্ত উদাসীনভাবে শুধু বলেন, আমি কলকাতায় আছি।

স্থানীয় জনসাধারণের স্পষ্ট অভিযোগ, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে প্রশাসনের শীর্ষস্তরের একাংশের প্রত্যক্ষ মদত ও যোগসাজশ ছাড়া এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন কোটি টাকার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি চলতে পারে না। পূর্বতন সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যেভাবে ধ্বংসের কিনারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, আমতলার এই ঘটনা তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ। একইসঙ্গে, আমতলা হাসপাতালের এই জঘন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ময়দানে নেমেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের করের টাকা লুঠে নিয়ে এভাবে ফাঁকিবাজি বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্ত চিকিৎসক এযাবৎকাল সরকারি কোষাগার থেকে যত লক্ষ টাকা বেতন বাবদ তুলেছেন, তার প্রতিটা পাই-পয়সা যেন অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে ফেরত করানো হয়, জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এখন সেই জোরালো দাবি তোলা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি মেনে বর্তমান জনমুখী বিজেপি সরকার স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে এই নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে চলেছে। হাসপাতালের উপস্থিতি রেজিস্টার, বায়োমেট্রিক হাজিরা, বেতন সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল এবং পরিষেবা রেকর্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে আনা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত চিকিৎসক-সহ এই অনিয়মে মদতদাতা তৎকালীন সমস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি, সরকারি কোষাগার থেকে অবৈধভাবে তুলে নেওয়া জনগণের কষ্টের ৪০ লক্ষ টাকাও আইন অনুযায়ী সুদ-সহ উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর বর্তমান সরকার।

ব্রহ্মচারিণী দীপা দেবীর মহাপ্রয়াণ

কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের শ্রদ্ধেয়া সহ-সভানেত্রী এবং আদ্যাপীঠ বালিকা আশ্রমের সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী দীপা দেবী (দীপালি দেবী) বুধবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) চট্টগ্রামের বাঁশখালির পালেগ্রাম গ্রামে এক পুণ্যময় পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াণে আদ্যাপীঠ পরিবার এবং দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ জুলাই ২০২৬, ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩, শুক্রবার

প্রথম দফাতেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সব আসন পূরণ

শিক্ষার্থীদের আস্থার কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স (ডব্লিউবিজেইই) কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্বেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আসন পূরণ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে তিনি দাবি করেন, বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটল, যা রাজ্যের উচ্চপ্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি পড়ুয়াদের বাড়তে থাকা আস্থারই প্রতিফলন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন লেখেন, বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম ডব্লিউবিজেইই কাউন্সেলিংয়ের প্রথম রাউন্ডেই সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির সব আসন পূরণ হয়েছে। এটি গর্বের পাশাপাশি আশাব্যঞ্জক ঘটনাও। তাঁর মতে, এই প্রবণতা প্রমাণ করছে যে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এখন উচ্চপ্রযুক্তি শিক্ষার জন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমাদের তরুণ প্রজন্ম পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা রাখছে, এটা অত্যন্ত উৎসাহজনক, বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মান আরও উন্নত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে আমরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছি।

এছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক করে তোলা এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিবেশ গড়ে তুলতেই নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

একই সঙ্গে তিনি আরও জানান, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হল মেধাপাচারের প্রবণতা কমিয়ে রাজ্যেই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। আমাদের লক্ষ্য 'ব্রেন ড্রেন'-কে 'ব্রেন গেন'-এ পরিণত করা, যাতে মেধাবী তরুণ-তরুণীরা রাজ্যেই ভবিষ্যৎ গড়ে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে ভূমিকা নিতে পারেন, বলে পোস্টে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ থেকে মেট্রোর কাজে ৬০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোর নির্মাণকাজের জন্য টানা ৬০ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকবে চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, আজ রাত ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত উড়ালপুলে কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না। ফলে পূর্ব কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এই অংশে যানজটের আশঙ্কা থাকায় আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আজ ১০ জুলাই রাত ৮টা থেকে ১৩ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। তাই ওই সময় বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই বিধিনিষেধের কারণ নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের নির্মাণকাজ। সুকান্ত নগর এলাকায় দুটি পিলারের মাঝে ভারী কংক্রিট সেগমেন্ট বসানোর কাজ করবে নির্মাণকারী সংস্থা। নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সময় উড়ালপুলে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, ইএম বাইপাস দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে যেসব গাড়ি সল্টলেক, সেক্টর ফাইভ বা ব্রডওয়ের দিকে যায়, সেগুলিকে চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে উঠতে দেওয়া হবে না। পরিবর্তে বেলেঘাটা মেন রোড ও ইএম বাইপাসের সংযোগস্থল থেকে গাড়িগুলিকে ব্রডওয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পুলিশের বক্তব্য, যাত্রীদের বিকল্প রুট ব্যবহার করতে হবে এবং গন্তব্যে পৌঁছতে অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোনোর পরিকল্পনা করা উচিত।

যদিও চিংড়িঘাটা মোড় এবং ইএম বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এই কয়েক দিন যানবাহনের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই ব্যক্তিগত গাড়ি, বাণিজ্যিক যান এবং অফিসযাত্রীদের ট্রাফিক নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

আজ থেকে খুলছে একাধিক বন্ধ জুটমিল, ধাপে ধাপে উৎপাদন শুরু ১৬ জুলাই থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল জমানার থেকে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা রাজ্যের একাধিক জুটমিলগুলিফের চালু করার পথে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য শ্রম দপ্তর। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের মধ্যেই বন্ধ থাকা সব জুটমিলের 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' তুলে নেওয়া হবে। এরপর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ করে ১৬ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্যে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বন্ধ জুটমিল পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন। অতীতে এই শিল্পের দুরবস্থা এবং শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনও করেছেন তিনি। তাই দায়িত্ব গ্রহণের পর একাধিক জুটমিলের মালিকদের সঙ্গে

ধারাবাহিক বৈঠক করেন। সেই আলোচনার ফলেই মিলগুলি পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর।

সম্প্রতি শ্রম দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জুটমিলের মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে। তাঁরা ১০ জুলাইয়ের মধ্যে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' প্রত্যাহারের নোটিস জারি করবেন। প্রথমে মিলগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ১৬ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে উৎপাদন শুরু হবে।

রাজ্য সরকারের আশা, বন্ধ কারখানাগুলি চালু হলে বহু শ্রমিক আবার কাজে ফিরতে পারবেন। শিল্পমহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান ফিরবে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে।

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার দেবরাজের ২ ছায়াসঙ্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তোলাবাজির অভিযোগে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীকে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য আগেই তৈরি হয়েছে সিট। এবার দেবরাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই এরা মেয়র পারিষদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বঙ্গ রাজনীতিতে তারা পরিচিত ছিলেন দেবরাজের ছায়াসঙ্গী হিসেবেই। জানা যাচ্ছে, দেবরাজ চক্রবর্তী ও কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল কর্মী অমর নস্কর ও কল্যাণ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক জমি দখল, প্রাণনাশের হুমকি ভীতি প্রদর্শন, প্রতারণা, তোলাবাজি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত বাগুইআটি এলাকার শুভজিৎ নস্করের অভিযোগকে ঘিরে। রঘুনাথপুর এলাকায় মোট ৩৩ কাঠা জমি ছিল তাঁর। ২০২২ সালে প্রোমোটারের সঙ্গে চুক্তি করেন তিনি। সংশ্লিষ্ট জমিতে একটি আবাসন নির্মাণ করবেন বলে স্থির করেন। এগ্রিমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরেই অমর নস্কর ওরফে খোকন অমিত চক্রবর্তী ওরফে ননী, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় সেই জমিতে উপস্থিত হয়। এরপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং প্রাণনাশের হুমকি এবং মারধর করা হয় শুভজিত নস্করকে। এরপর কোনওমতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন শুভজিৎ। পরবর্তীতে থানায় এসে অভিযোগ করলে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উল্টে অভিযোগকারী শুভজিৎ নস্করের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর ক্রমাগত আসতে থাকে হুমকি। এখানেই শেষ নয়, শুভজিতের ওপর চাপ দেওয়া হত, এলাকায় নির্মাণ করতে গেলে নির্মাণের সমস্ত সামগ্রী নিতে হবে কল্যাণদের কাছ থেকে। স্কোয়ার ফিট হিসেবে দিতে হবে টাকা। আর যদি তাদের কথা না মানা হয় তাহলে বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে শুভজিৎ নস্কর বুধবার রাত দশটায় বাগুইহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেবরাজ চক্রবর্তী, সমরেশ চক্রবর্তী, অমর নস্কর, অমিত চক্রবর্তী এবং কল্যাণ মুখোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে। তারপরই তদন্তে নেমে পুলিশ অমিত ও কল্যাণকে গ্রেপ্তার করে।

'অপরাধীদের জায়গা জেল, না হলে আকাশের উপরে'

বারুইপুর এনকাউন্টার বিতর্কে বিরোধীদের জবাব শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বারুইপুরের ধর্ষণ ও খুনের মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুললেও, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অপরাধীদের কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পুলিশমন্ত্রী এই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন। তবে যারা খুন-ধর্ষণের মতো অপরাধ করেছে, তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। প্রয়োজন হলে পাতাল থেকেও খুঁজে বের করা হবে। অপরাধীদের জায়গা জেলের ভিতরে, না হলে আকাশের উপরে।

অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের দাবি, এটা আইনের শাসন নয়, জঙ্গলের শাসন। পুলিশি হেপাজতে থাকা একজন অভিযুক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব ছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হওয়ায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, প্রভাস বেঁচে থাকলে এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারত। তাই কী পরিস্থিতিতে গুলি চালাতে হল, তার তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে অবসরপ্রাপ্ত কোনও আইপিএস আধিকারিককে দিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

বিকাশ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর কথায়, বারবার দেখা যাচ্ছে উনি অপরাধীদের পক্ষেই দাঁড়াচ্ছেন। কার সমর্থনে কথা বলবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে উনি এবং তাঁর দল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এদিন বারুইপুরে গিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও পুলিশের বয়ান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মন্তব্য, একজন সাধারণ ভ্যানচালক যদি পুলিশের রিভলভার কেড়ে নিয়ে গুলি চালাতে পারে, তা হলে বড় জঙ্গি সংগঠনের মোকাবিলা পুলিশ কীভাবে করবে?

এদিকে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনও ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। যদিও তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক ও সাংসদরা বারুইপুরে গেলেও পুলিশি গুলির ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।

সুজিতের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে বিস্ফোরক অভিযোগ ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই নিয়োগ দুর্নীতির জাল বিস্তারে সুজিত বসুর হাত ধরে নগদ ২০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ১১ মে গ্রেপ্তার হওয়ার মাত্র ৯ দিনের মাথায় সুজিত বসুর বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে এই চাঞ্চল্যকর চার্জশিট পেশ করলেন ইডির আইনজীবীরা। প্রসঙ্গত, পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির পক্ষ থেকে পেশ করা এটিই প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট।

১৮৬ পাতার এই চার্জশিটে সুজিত বসুকে গোটা পুর নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের প্রধান চক্রী বা 'মাস্টার মাইন্ড' বলে দাবি করেছে ইডি। ইডি সূত্রে এ খবরও মিলেছে, চার্জশিটে কেবল প্রাক্তন মন্ত্রী একাই নন, নাম রয়েছে তাঁর পুত্র সমুদ্র বসু এবং মন্ত্রীর মালিকানাধীন দুটি সংস্থারও। এর পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তৎকালীন ডিরেক্টর অফ ডিএলপি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে। ইডির দাবি, সুজিত বসুর হাত ধরে যেখানে ২০ কোটি টাকা বাজারে ঘুরেছে, সেখানে জ্যোতিষ্মানের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে আরও ৩ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দমদম পুরসভার নিয়োগে ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগে গত মে মাসে সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চার্জশিটে ইডি দাবি করেছে, ওই পুরসভায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে চাকরি পাইয়ে দিতে সুজিত বসু নিজে ৩৪০ জন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করেছিলেন।

আর চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সুজিত বসু গড়ে ৬ লক্ষ টাকা করে ঘুষ নিয়েছিলেন বলে চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে। এই মামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির হদিশ মিলেছে। একইসঙ্গে ইডি আদালতে এও জানিয়েছে, পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় অনেকটাই গভীরে।

ডিজে মামলায় আরও অস্বস্তিতে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজে মামলায় আরও অস্বস্তিতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, এবার এই মামলায় সাক্ষী হিসেবে বয়ান রেকর্ড করা হল গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের। অভিষেকের এই মন্তব্যের জেরেই বিকর্ণের উপরে হামলা হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। তার প্রেক্ষিতে বিধায়ককে বৃহস্পতিবার ভবানী ভবনে সিআইডির দপ্তরে ডাকা হয়েছিল বলে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর। এরপর এদিন বেলা ১২টা নাগাদ তিনি ভবানী ভবনে এসে নিজের বয়ান রেকর্ড করেন।

ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে 'ডিজে বাজানো'র মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক। সেই নিয়ে মামলা রুজু হয়। সেই মামলার তদন্তভার নেয় সিআইডি। নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে গোসাবার বিজেপি বিধায়কের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। অভিষেকের ডিজে মন্তব্যের জেরেই তাঁর উপর হামলা হয় বলে জানান বিকর্ণ। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক জানান, গত ৪ মে ২০২৬ সালে সন্ধ্যায়

বিজয় মিছিল করে ফেরার সময় ক্যানিংয়ে আমার ও আমাদের কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় তৃণমূলের পরেশরাম দাস ও রাজা গাজীর নেতৃত্বে থাকা গুন্ডাবাহিনী। ইট ছোড়া হয়। অভিষেকের ডিজে মন্তব্যের জন্যই এই হামলা হয়েছিল। সেই নিয়ে নিজের বয়ান রেকর্ড করতে ভবানী ভবনে এসেছিলাম। উল্লেখ্য, ডিজে মামলায় অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বিধাননগর আদালত। কিন্তু তিনি পরপর দুই দিন নমুনা দিতে আসেননি। কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে ১৮ জুলাই তৃতীয়বার তলব করা হয়েছে তাঁকে।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে শুরু ফের তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় ফের তদন্তে নামল বিধাননগর পুলিশ। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার খুলল অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ফাইল। স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কুমিল্যা খুনে অভিযুক্ত প্রশান্তের আবাসনে বুধবার রাতে তাঁর নিউটাউনের ফ্ল্যাটে চালানো হয় তল্লাশি। এদিকে এই ঘটনায় সিটে যুক্ত করা হয়েছে এসটিএফকে। সঙ্গে ছিল ফরেন্সিক দলও। নমুনা সংগ্রহ করা হয় আবাসন থেকে। এই নমুনা সংগ্রহ চলে চার ঘণ্টা ধরে। এতে বেঙ্গল এসটিএফ, বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ, বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ এবং ফরেন্সিক আধিকারিকরা একযোগে কাজ করেন। তদন্তের সময় ফ্ল্যাটের প্রতিটি ঘরের দরজা ভেঙে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চালানো হয়। এর পাশাপাশি ইতিমধ্যেই নিউটাউনের যে ফ্ল্যাটে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করা হয়েছিল, সেখানে নতুন করে ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সিট গঠনের পর তদন্তের স্বার্থে নতুন করে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে। তদন্তকারী দল মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করছে। এদিকে, এই মামলার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে বিধাননগর পুলিশ। ডিসি ডিডির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এই সিটে রয়েছেন ডিসি ডিডি, এসিপি ডিডি, আইসি সাইবার-সহ মোট ছয়জন দক্ষ আধিকারিক। পাশাপাশি পলাতক প্রশান্তের খোঁজ শুরু হয়েছে তল্লাশি।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিডিও-র বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য গঠিত সিটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এসটিএফকে। প্রাক্তন এই বিডিও ভিনরাজ্যে পালিয়ে গিয়ে থাকলে, কোনও সূত্র মিললেই তাঁকে ধরতে ভিনরাজ্যে অভিযান চালাবে এসটিএফ।

প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও পদে থাকাকালীন প্রশান্তের বিরুদ্ধে সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপনকে খুনের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নামে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। গঠিত হয় সিট। বিস্তর টালবাহানার পর তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। কিন্তু পলাতক ছিলেন বিডিও। আদালত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও তা মানেননি বিডিও।

এরপর বঙ্গ রাজনীতি তোলপাড় হতে থাকে একটি প্রশ্নে যে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত এক বিডিওকে কেন পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না? এই ঘটনায় বিডিও প্রভাবশালী বলেও তথ্য উঠে আসে। তল্লাশি চললেও তাঁকে ধরা যায়নি! এ দিকে গত জুনে নিউটাউনে মদ্যপ অবস্থায় এক পথচারীকে ধাক্কা মারেন প্রশান্ত। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু সেই মামলায় জামিন পেয়ে যান। তারপর থেকে খোঁজ নেই। তখন ফের প্রশ্ন ওঠে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে একটি পৃথক মামলাতে গ্রেপ্তার করা হলেও কেন তাঁকে খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করা গেল না? সব মিলিয়ে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে। অবশেষে ফের সেই ফাইল খুলল।

প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ সিটুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার-সহ একাধিক ইস্যুতে বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিটুর তরফে টিটাগড় টাটা গেট সংলগ্ন রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায়। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল অফিসের আধিকারিকের

কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় এসে স্মার্ট মিটার বসাতে চাইছে। অবিলম্বে এই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁর দাবি, সরকার বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারিকরণ করতে চাইছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, জোর করে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসাতে গেলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

হাসপাতালে বেড়াল, মন্ত্রীর ফোনে চিন্তিত কলকাতা পুরসভা

অশোক সেনগুপ্ত

বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় দুটো। হঠাৎ পুর-কমিশনার তথা পুর-প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে মুঠোফোনে এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর আবেদন, হাসপাতাল থেকে সরাতে হবে বেড়ালের পাল। ঘরে ছিলেন ২-৩ জন পুর-আধিকারিক। স্মিতা কিছুটা বিভ্রান্ত, অসহায়ের মতো প্রশ্ন করলেন, এতদিন সারমেয়-সমস্যা নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে মাথা ঘামাতে হয়েছে। কুকুর ধরার বাহিনী আছে। কিন্তু বেড়াল ধরবে কে? আধিকারিকরাও বিভ্রান্ত। কাজটা যে সহজ নয়, সকলেই বোঝেন। চট করে লুকিয়ে পড়া, বা পালিয়ে যাওয়ায় বেড়ালের দক্ষতা কুকুরের চেয়ে বেশি! শারীরিক গঠনেও বেড়ালের গলায় ফাঁস দেওয়ার অসুবিধা আছে। প্রাণীকূলের অবাধ বিচরণে বাধা দিলে পশুপ্রেমীরাও হইহই করে উঠবেন! ঘরে উপস্থিত এই প্রতিবেদক এক আধিকারিককে বললেন, বেড়াল অনেকের বড় আদরের। মানেকা গান্ধিকে মেল করে একটা পরামর্শ চাইতে পারেন।

বেড়াল কে, কীভাবে ধরবে? ধরার পর রাখা হবে কোথায়? স্মিতা পাণ্ডে বললেন, তাহলে ওদেরও আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে হবে! এক আধিকারিক বললেন, তাহলে ওদের ইকোসিস্টেমটা বুঝতে হবে! ইতিমধ্যে ফোনে কমিশনার কথা বললেন আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ওঁরা জানালেন, আমাদের কাজ বন্য জন্তু নিয়ে। গৃহপালিত পশু নিয়ে কিছু করার অবকাশ তো নেই।

মনে পড়ল, 'বিড়াল' শিরোনামে বঙ্কিমচন্দ্রর কমলাকান্ত লিখেছিলেন, এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জাল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ম্যাও! বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই। বুঝি সে ম্যাও! শধে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, তোমার দুধ তো খাইয়া বসিয়া আছি-এখন বল কি?

এমনিতেই বেহাল রাস্তা মেরামত, বর্ষায় জমা জল দ্রুত বার করা, সামাজিক ভাতা দেওয়া, রথযাত্রা ও দুর্গাপুজোর অনুমতি, আগামী পুরভোটের জন্য ওয়ার্ডের সীমার পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন); এসব নিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত কমিশনার আর আধিকারিকরা। এর মধ্যে মার্জারকুলের অনুপ্রবেশ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাতেই পুলিশের জালে প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন নিউটাউনে ফ্ল্যাট-জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে করা হয়েছে প্রতারণা। এই ফ্ল্যাট জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে নেওয়াও হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। আর প্রতারণার ঘটনায় অভিযোগ জানাতেই গ্রেপ্তার প্রতারক রবিন দত্ত। বুধবার রাতে তাঁকে আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। একইসঙ্গে শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্তও। পুলিশ সূত্রে খবর, এই রবিন দত্ত একাধিক ব্যক্তিকে নিউটাউন ও সল্টলেকে ফ্ল্যাট ও বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। আশিস বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তির থেকে ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সল্টলেকে জমি পাইয়ে দেবেন। পাশাপাশি সল্টলেকের বাসিন্দা সোনালি মুখোপাধ্যায়ের থেকে ১৬ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। বলেছিলেন নিউটাউনে ফ্ল্যাট ও জমি দেবেন। কিন্তু তা হয়নি। এদিকে তৃণমূল আমলে রবিনের নামে অভিযোগ জানানো হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তুলেছেন প্রতারিত ব্যক্তিরা।

সম্পাদকীয়

ভোটের পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় আসন পুনর্বিন্যাসেরও প্রয়োজন ছিল

পুজোর পরই কলকাতা ও হাওড়া, দুই পুরনিগমের নির্বাচন সেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এমনই ঘোষণা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। তিনি জানান, এই লক্ষ্যে রাজ্য প্রশাসনও কাজ শুরু করে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সব ঠিক থাকলে নভেম্বর মাসে ভোট হয়ে যাবে। এই খবরে আশার আলো দেখছেন শহর কলকাতার বাসিন্দারা। কারণ, এই মুহূর্তে কলকাতা পুরসভায় কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই। বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আপাতত তার তত্ত্বাবধানেই চলছে পুরসভা। ফলে কিছুটা হলেও বিঘ্ন ঘটছে পুর পরিষেবায়। আর কাউন্সিলর না থাকায় ছোটখাটো অনেক প্রয়োজনেই মানুষকে হয়রান হতে হচ্ছে। পুর নির্বাচন হলেই একমাত্র এর থেকে মিলতে পারে মুক্তি। এ তো গেল কলকাতার কথা। বাকি রইল হাওড়া। তার অবস্থা তো কলকাতার থেকেও কয়েকগুণ খারাপ। তৃণমূল সরকারের খামখেয়ালিপনার শিকার হয়ে হাওড়া পুরনিগমে কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই প্রায় আট বছর। শেষ নির্বাচন হয়েছে ১৩ বছর আগে। তারপর প্রশাসক বসিয়েই চলছে হাওড়া পুরনিগম। ফলে যা যা হওয়ার তাই হয়েছে। কার্যত শিকেয় উঠেছে পুর পরিষেবা। প্রশাসক এসেছেন, আর গিয়েছেন, হাওড়ার মানুষের দুর্দশা কাটেনি। অথবা খারাপ হয়েছে শহর হাওড়ার পরিবেশ। কিন্তু আইনি গেরো থেকে বেরিয়ে এর কোনও বিহিত করার উদ্যোগ নেয়নি পূর্বতন সরকার। অবশেষে নতুন সরকারের হাত ধরে শাপমুক্তি ঘটতে চলেছে হাওড়াবাসীর। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসক দিয়ে চালানোটা কোনও কাজের কথা নয়। তাই নির্বাচন জরুরি। তবে নির্বাচনের পাশাপাশি আরও একটি ভালো খবর হল, এবার রাজ্য প্রশাসন হাওড়া ও কলকাতা দুই পুরসভার ক্ষেত্রেই আসন পুনর্বিন্যাস করে তবেই ভোট করতে চলেছে। হাওড়ায় ৬০টি ওয়ার্ড করার প্রস্তাব রয়েছে। এখন হাওড়ায় ৫০টি ওয়ার্ড রয়েছে। তথ্য বলছে, গত ১০ বছরে দ্বিগুণ জনসংখ্যা বেড়েছে। ফলে এটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর ভোট হলেও আসন পুনর্বিন্যাস কলকাতাতেও হয়নি অনেক বছর। তাই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এটাই একদম সঠিক সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।

সারপ্রাইজ ভিজিটে একাধিক কর্মী ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের শোকজ করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্বাস্থ্য পরিষেবার মান খতিয়ে দেখতে এসে একাধিক কর্মী ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের শোকজ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে আচমকাই সারপ্রাইজ ভিজিটে আসেন। সেখানে এসে একের পর এক বেনিয়ম, অপরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে শোকজের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ তদন্তেরও নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই সারপ্রাইজ ভিজিটের ফলে মেডিক্যাল কলেজ স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল পরিস্কার হয়ে যায় তার সামনে। তবে তিনি এই পরিস্থিতি আগামীদিনে যে চলবে না তারও আশ্বাস দেন। এদিন দুপুরে আচমকাই বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই সারপ্রাইজ ভিজিটেই হাসপাতালের একাধিক গাফিলতি সামনে আসে। হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার-সহ কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে শোকজের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি। পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বড় ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হাসপাতালের সামগ্রিক পরিকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভেতরে বিড়ালের অবাধ যাতায়াত দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এছাড়াও ওষুধ রাখার জায়গায় দীর্ঘদিনের জমে থাকা ধুলো নজরে আসায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বলেন, 'রোগীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।' পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন। হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ত্রুটিগুলি দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শোকজের জবাব এবং তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনার পর হাসপাতালজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজও জোরদার করা হয়েছে।

পাশাপাশি এদিন রোগীর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রোগীর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে পেলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা নিয়ে তাদের অভিযোগ রয়েছে। এদিন বিভিন্ন বিভাগ ঘুরেও দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে ময়লা ফেলার ডাস্টবিন গুলো দেখেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি জানান পরিষেবা নিয়ে কথা না থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কিন্তু গাফিলতি যে রয়েছে তা তিনি এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, 'এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে মানুষের কোন ক্ষোভ নেই। অথচ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অনেক অভিযোগ আছে। আমি নিজেও দেখলাম। নন মেডিক্যাল সুপার, ওয়ার্ড মাস্টার ও পি ডাব্লিউ ডি ইলেকট্রিকালকে পুর বিষয়টি দেখতে বলেছি। সরকারি কাজে যাদের গাফিলতি পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রিন্সিপল ও এমএসভিপি-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আভ্যন্তরীণ তদন্তের। তারা তদন্ত করে দেখবেন। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জন্য ফায়ার ডিল হওয়ার প্রয়োজন।' পাশাপাশি তিনি হাসপাতালে পরিকাঠামোর এবং বেড সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। রোগী রেফার বন্ধ করার জন্য আগামী দিনে আরও উন্নত পরিষেবা ও চিকিৎসক বাড়ানোর বিষয়েও তিনি নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন। আজকের পর কতোটা উন্নয়ন হল তাও তিনি জানতে আসবেন এমনই সারপ্রাইজ ভিজিটের মাধ্যমে বলেও তিনি এদিন জানিয়ে যান।

টানা বর্ষণে সুবর্ণরেখায় তলিয়ে গেল গড়ধরা ফেয়ার ওয়েদার সেতু

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, স্থায়ী সেতুর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বর্ষা এলেই সুবর্ণরেখা নদীকে ঘিরে একই দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি। নদীর জলস্তর বাড়লেই ভেঙে পড়ে বা জলের তলায় চলে যায় অস্থায়ী ফেয়ার ওয়েদার সেতু, আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন দুই ব্লকের হাজার হাজার মানুষ। বছরের পর বছর ধরে একই সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় এবারও স্থায়ী বারোমাসি সেতুর দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, অস্থায়ী বাঁশের সেতু নয়, দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য সুবর্ণরেখা নদীর উপর অবিলম্বে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। কয়েক দিনের টানা বর্ষণে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের দেউলবার এবং সাঁকরাইল ব্লকের আঁধারিয়া অঞ্চলের গড়ধরা গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গড়ধরা ফেয়ার ওয়েদার সেতু সম্পূর্ণভাবে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ফলে বর্তমানে দুই ব্লকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী, কর্মজীবী মানুষ এমনকি রোগীদেরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় নদী পারাপার করতে হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর পর প্রতিবছরই প্রশাসনের উদ্যোগে বাঁশের তৈরি একটি ফেয়ার ওয়েদার সেতু নির্মাণ করা হয়। বছরের অধিকাংশ সময় সেই সেতুর উপর নির্ভর করেই চলাচল করেন দুই ব্লকের মানুষ। কিন্তু বর্ষা এলেই নদীর প্রবল স্রোতে সেই সেতু ভেঙে যায় বা ডুবে যায়। ফলে কয়েক মাস ধরে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে নৌকা। প্রতিবারই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গেছে। এই ফেয়ার ওয়েদার সেতুর গুরুত্ব শুধুমাত্র স্থানীয় যোগাযোগেই সীমাবদ্ধ নয়। সেতুটি চালু থাকলে খুব সহজেই প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় পৌঁছানো যায়। পাশাপাশি গোপীবল্লভপুর ঘুরে না গিয়ে রগড়া হয়ে লোধাশুলির পথে ঝাড়গ্রাম জেলা সদরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ কমে যায়। একইভাবে নয়াগ্রাম থেকে কলকাতাগামী যানবাহনের ক্ষেত্রেও এই রুটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও গোপীবল্লভপুর ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম সহজ পথ এটি। তাই এই সেতু ডুবে যাওয়ার ফলে শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষ নয়, বিস্তীর্ণ এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই পথের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র দেউলবারের রামেশ্বর শিব মন্দির। বহু শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দির এবং সংলগ্ন তপোবনে সারা বছরই ভক্ত ও পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাস, শিবরাত্রি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে গড়ধরা ফেয়ার ওয়েদার সেতু হয়ে রামেশ্বর মন্দিরের দূরত্ব মাত্র ৪৪ কিলোমিটার। কিন্তু বর্তমানে সেতুটি জলের তলায় চলে যাওয়ায় গোপীবল্লভপুর হয়ে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে, ফলে দূরত্ব বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৮ কিলোমিটার। অর্থাৎ, ভক্ত ও সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত ১৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় বেশি লাগছে, তেমনই বেড়ে যাচ্ছে যাতায়াতের খরচও। শুধু তাই নয়, এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় কৃষিপণ্য পরিবহণ, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। বর্ষাকালে নদীর জল বেড়ে গেলে অনেক সময় নৌকা চলাচলেও সমস্যা দেখা দেয়। ফলে দুই পাড়ের মানুষ কার্যত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হন। এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের জুনশোলা গ্রামের বাসিন্দা তথা সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আমারকার ভাষা, আমারকার গর্ব'-এর সম্পাদক বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'প্রতি বছর বর্ষা এলেই আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। সাময়িক বাঁশের সেতু দিয়ে কয়েক মাস কাজ চললেও বছরের একটা বড় সময় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। এতে সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী সকলেই সমস্যায় পড়েন।' তিনি আরও বলেন, 'সুবর্ণরেখা নদী শুধু একটি নদী নয়, এই অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই গড়ধরা ঘাটে একটি স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণ আজ সময়ের দাবি। বারোমাসি সেতু নির্মিত হলে নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর এবং সংলগ্ন ওড়িশা এলাকার মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। একই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটনেরও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটবে।' এখন দেখার, মানুষের বহু বছরের এই ন্যায্য দাবিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসন ও সরকার দ্রুত স্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বালিটিকুরি কোঅপারেটিভের ৫টি এটিএম মেশিন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালিটিকুরি: সমবায় ও খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ৮ জুলাই বালিটিকুরি কোঅপারেটিভ ব্যাংকের পাঁচটি এটিএম বা রিসাইকেলার মেশিন ও দু'টি পাশবুক প্রিন্টিং কিয়স্কের উদ্বোধন করলেন। মন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়নের সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র বসাক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় এই মেশিনগুলি প্রতিস্থাপিত হল। বর্তমানে ব্যাংকটির মোট এটিএম অথবা রিসাইকেলারের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতটি। কর্মদক্ষতার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাংকগুলির মধ্যে বালিটিকুরি কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে। গত ১লা জুলাই এই ব্যাংকটি তার সপ্তম শাখায় সূচনা করেছে। হাওড়া জেলার অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাংকটির অবদান অনস্বীকার্য। বেসিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা-সহ সমস্ত ধরণের ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিষেবা ইনসিওরেন্স পরিষেবা ব্যাংকটি প্রদান করে থাকে। ও উন্নততর গ্রাহক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাংককে আরও ১৫টি কম্পিউটার মেশিন প্রদান করবেন। অশোক কীর্তনীয়া ব্যাংকটির সুষ্ঠু পরিচালনায় ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমস্ত ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ভাঙল চাঁপদানি পুরবোর্ড

পদত্যাগ চেয়ারম্যান-সহ ১৯ জন তৃণমূল কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার ভাঙলো চাঁপদানি পুরো বোর্ড। পদত্যাগ করলেন চেয়ারম্যান-সহ ১৯ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক পুরসভায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। তৃণমূলের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান-সহ কাউন্সিলররা পদত্যাগ করতে থাকেন। কোথাও আবার পুরসভা পরিচালনা করার লোক না থাকায় প্রশাসক বসানো হয়। হুগলি জেলার চন্দননগর কর্পোরেশনে প্রথম এই ছবি দেখা যায়। এরপর চুঁচুড়া বাঁশবেড়িয়া ভদ্রেশ্বর ডানকুনি তারকেশ্বরে পুরো বোর্ড মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে যায়। আগেই চাঁপদানি পুরসভার দুই তৃণমূল কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র-সহ বাকি ১৭ জন কাউন্সিলর তাদের পদত্যাগ পত্র জমা দেন পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে। তিনি সেই পদত্যাগ পত্র চন্দননগর মহকুমা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে জানা গেছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তারক সিং ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সেলিম কুরেশি এলাকায় না থাকায় পদত্যাগ করেননি। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর দারোগা রাজভর জানিয়েছেন, দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে অধিকাংশ কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় ভাঙল পুরো বোর্ড। চাঁপদানি পুরসভার ২২ টি ওয়ার্ড। তৃণমূলের ছিল ২১ জন কাউন্সিলর। কংগ্রেসের একজন।

হুগলির শেওড়াফুলি এবং হিন্দমোটরে ইডি-র হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির শেওড়াফুলি চারাবাগান এলাকায় ইডি হানা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ তিনটে গাড়ি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে আসে ইডি অধিকারীকদের দল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পল্টু বড়ালের বাড়িতে ইডি তল্লাশি করছে। পল্টুরা তিন ভাই সকালে বেরিয়ে যেত, রাতে ফিরত। বড়াল বাড়ির এক জন খড়গপুরে চিটফান্ড সংস্থা চালাত বলে জানেন তারা। ইডি কি কারণে হানা দিয়েছে তা অবশ্য এলাকাবাসীর জানা নেই। শেওড়াফুলির পাশাপাশি হিন্দমোটরে সাত নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ভাস্কর পন্ডিতের বাড়িতে সকাল ১১ টার সময় দুটি গাড়ি নিয়ে পাঁচজন আধিকারিকের দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সাথে নিয়ে তল্লাশিতে আসে। ইতিমধ্যেই কয়েক ঘণ্টা সম্পন্ন টানা তল্লাশি চলে ভাস্কর পন্ডিতের বাড়িতে। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন ভাস্কর পন্ডিত একটি সর্বভারতীয় রিটেল চেন ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। বেশ কয়েকবার বিদেশ সফর ও করেছেন সেই ব্যবসা সূত্রে। কিন্তু ঠিক কি কারণে তার বাড়িতে ইডি রেইড হল তা বুঝে উঠতে পারছেন না স্থানীয় মানুষজন।

আসানসোলবাসীদের সমস্যা শুনলেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোল পৌরনিগমে আয়োজন করা হয় ফোনের মাধ্যমে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে এলাকার মানুষের সমস্যার কথা জানানোর। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'মুখোমুখি'। রাজ্যজুড়ে সমস্ত পুরসভায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এদিন আসানসোল পৌর নিগমে সকাল দশটায় শুরু হয় ফোনের মাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে এলাকার সমস্যা তুলে ধরা বাসিন্দাদের মাধ্যমে। এক ঘণ্টার এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সমস্যার কথা তুলে ধরেন বাসিন্দারা। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'মূলত যেসব সমস্যার কথা জনগণ তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে অন্যতম সাফাই, পানীয় জল এবং রাস্তাঘাট।' তিনি বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এবং এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা শুনে তা তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করা হবে।' তিনি আরও বলেন, ' অতি শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুর আধিকারিকদের। এছাড়াও পৌর নিগমে একটি গ্রিভেন্স সেল তৈরি করা হবে, যেখানে বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যা ও অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দিতে পারবেন। এই অভিযোগ পুর আধিকারিকরা খতিয়ে দেখে তার সমাধান করবেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ অ্যাপ চালু করা হয়েছে যার থেকে মানুষজন উপকৃত হবেন।' পানীয় জলের সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, 'কোনমতেই জল চুরি বরদাস্ত করা হবে না। যাদের হাউস কানেকশন আছে তাদের পরিবারে প্রত্যেক সদস্য পিছু ১৩৫ লিটার জল ধার্য করা হয়েছে। যারা মটর লাগিয়ে জল চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জরিমানা করা হবে।' জামুড়িয়ার সিঙ্গারনা নদী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই নদীকে ওই এলাকার কারখানা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে নিজেদের কারখানার ভিতরে করে নিয়েছেন। এই বাউন্ডারি ওয়াল অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হবে।

কোনও প্রকার অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ পেলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' হকার উচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নতুন টাউনশিপ তৈরি করে সেখানে হকারদের পুনর্বাসন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেক বিধানসভায় একটি করে স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। শহরে কোথাও অবৈধ পার্টি বরদাস্ত করা হবে না। যে সমস্ত বাসিন্দারা জায়গা কিনে ফেলে রেখেছেন, যেখানে জঙ্গল তৈরি হয়েছে, সেই জঙ্গল জমির মালিককে অবিলম্বে পরিষ্কার করতে হবে। যাতে ডেঙ্গু না ছড়ায়।'

ময়লা সংগ্রহের গাড়িতে লাগানো হবে কিউআর কোড: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোল পৌরনিগমের অন্তর্গত বাসিন্দাদের সমস্যা ও তার সমাধানের কর্মসূচি 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে আসেন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। যে অনুষ্ঠানে ফোনে সরাসরি ওয়ার্ড-এর বিভিন্ন সমস্যা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন পৌর নিগমের অন্তর্গত বাসিন্দারা।

পূর্ব নির্ধারিত এই কর্মসূচির খবর জানতে পেরে আসানসোল পৌর নিগমের সামনে জমায়েত হন পৌর নিগমের সাফাই কর্মীরা। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো, এক মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া, দ্বিতীয় তাদের বিভিন্ন দাবি আবেদন হিসাবে মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা। সাফাই কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি, তাদের দৈনিক পারিশ্রমিকের বদলে হাই মাসিক বেতন করা। সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া, পিফ ও ইএসআই সুবিধা প্রদান করা।

পৌর নিগমে এদিন অগ্নিমিত্রা পলকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান সাফাই কর্মীরা। একইসঙ্গে তাঁদের দাবির কথা জানান মন্ত্রীকে। মুখোমুখি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সাফাই কর্মী প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'এই সরকার সাফাই কর্মীদের সুরক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে সাফাই কর্মীদের দুবেলায় কাজ করতে হয়। সেক্ষেত্রে সাফাই কর্মীদের দৈনিক পারিশ্রমিক দ্বিগুণ দেওয়া হবে। সাফাই কর্মীরা ঠিকমতো এলাকায় কাজে যাচ্ছে কিনা তার নজরদারি করা হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাফাই কর্মীরা যে গাড়ি করে ময়লা সংগ্রহ করে সেই, গাড়িতে কিউআর কোড লাগানো হবে। যাতে বোঝা যায় সাফাই কর্মীরা নির্দিষ্ট বাড়িগুলিতে গেছে কিনা।' দীর্ঘদিন কাজে না আসা সাফাই কর্মীদের আজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের। মন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেক সাফাই কর্মীকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্যসম্মত সামগ্রিক প্রদান করা হবে, যা তাদের এলাকার সাফাইয়ের কাজে প্রয়োজন।' মন্ত্রী বলেন, 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাফাই কর্মীদের দুবেলা কাজ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে তাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ দেওয়া হবে।' রাম হাড়ি নামে এক সাফাই কর্মী বলেন, তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি দৈনিক ৩৭৫ টাকা হাজীরির জায়গায় স্থায়ী মাসিক হাজরি করতে হবে। সাথে সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে হবে এবং পিএফ-ইএসআই সুবিদা দিতে হবে। তিনি বলেন, মন্ত্রী তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের সমস্ত দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

নতুন করে খোলা হল বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল, তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: নতুন করে খোলা হল বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল তদন্তে সিআইডি। বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আর্জি জানানো হয় যাতে পূর্ণ তদন্ত আবারও পুনরায় শুরু করা হয় বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বরুণ বিশ্বাস খুনের মামলার ভার তুলে দেওয়া হয় সিআইডির হাতে। ইতিমধ্যেই সিআইডি তদন্ত শুরু করেছে এবং বৃহস্পতিবার সিআইডির একটি দল তদন্ত করতে আসেন প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস এর বাড়ি সুটিয়াতে।

সিআইডি-র বিশেষ দল বরুণের বাড়িতে এসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বরুনের পরিবারের তরফে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, সিআইডি-র আধিকারিকরা তদন্তের সাপেক্ষে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তর দিয়েছেন সকলে। আধিকারিকরা সঠিক তদন্তের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সিআইডি আধিকারিকরা বরুণ বিশ্বাস সম্পর্কে সব কিছু পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে গিয়েছিলাম। পুনঃতদন্ত এবং সিট গঠন করবার জন্য বলেছিলাম। সিট গঠন করে দিয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সহযোগিতা করব এমনটা আমরা বলেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে। আমার ভাইয়ের খুন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মদতেই হয়েছে। বনগাঁ কোর্টে সাক্ষী নিয়ে গেলে কথা বলতেও দেননি, হুমকি দিয়েছিলেন সরকারি আইনজীবী। এবার সিআইডি আধিকারিকরা আশা দিয়ে গেছেন, আশায় রয়েছি এই সরকারের সময় আমরা বিচার পাবো।' এবারে দেখার এই তদন্তের মোর কোন দিকে যায়।

শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে পথনিরাপত্তার দূত খানাকুলের প্রধান শিক্ষক

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় দিন দিন বাড়ছে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা। বিশেষ করে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু ও গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, চালক বা আরোহীর মাথায় হেলমেট না থাকায় দুর্ঘটনার পর প্রাণহানির ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন খানাকুলের মাঝপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। প্রতিদিনের মতো সাইকেলেই স্কুলে যান তিনি। তবে সেই সাইকেল চালানোর সময়ও মাথায় থাকে হেলমেট। শুধু তাই নয়, মাঝপুর-সহ আশপাশের পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রাম ঘুরে তিনি স্কুলে পৌঁছান। তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের একটাই লক্ষ্য, মানুষকে বোঝানো, হেলমেট জীবন বাঁচায়। তিনি মনে করেন, নিজের আচরণের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া সবচেয়ে কার্যকর। বিদ্যালয়ে পৌঁছে প্রতিদিন প্রার্থনার সময় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে পথনিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। ছোট ছোট ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের শেখান, 'বাবা-মা যখন মোটরবাইক চালাবেন, তখন অবশ্যই হেলমেট পরবেন।' শিশুদের মাধ্যমে এই বার্তা পরিবারে পৌঁছে যাবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাও একজন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন তিনি। শুধু স্কুলে নয়, বাজারে বা ব্যক্তিগত কাজেও সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পরে বের হন দেবাশিসবাবু। প্রথমদিকে অনেকেই তাঁকে দেখে অবাক হয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্নও তুলেছেন, 'সাইকেল চালাতে আবার হেলমেট কেন?' কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জানার পর সেই মানুষরাই এখন তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করছেন। অনেকেই বলছেন, একজন শিক্ষক সমাজকে বদলানোর যে দায়িত্ব পালন করেন, দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বর্তমানে বাইক দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হেলমেট ব্যবহার না করা। আমি চাই ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে যাক। তাই প্রতিদিন প্রার্থনার সময় ছড়ার মাধ্যমে হেলমেট ব্যবহারের কথা বলি। আমি নিজেও সাইকেলে হেলমেট পরে চলাফেরা করি, যাতে মানুষ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। একজন মানুষও যদি আমার এই উদ্যোগ দেখে হেলমেট পরার অভ্যাস গড়ে তোলেন, তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।' সবমিলিয়ে এই শিক্ষককের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকায় মানুষ।

শব্দছক ২১৩

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. জানলা বা দরজার ফ্রেমের নীচের কাঠ ৪. সফেদ ৬. তাম্বুল ৭. তুচ্ছ ৮. অমঙ্গলের গোরা ৯. ছবি ১০. ছন্দে-বাঁধা কাব্য ১২. যেখানে কোন গোছ নেই ১৪. মুখগহ্বরে তালু-জাত ১৫. মহীশূর-খ্যাত সুগন্ধী কাষ্ঠ ১৭. শত্রুতায় জানে মেরে ফেলা ১৮. ভারী ১৯. অনটন ২০. বঙ্কিম বা বন ২১. ইংরাজীতে ব্রেন ২২. নাটক মঞ্চস্থ করার আগে দেবতাদের স্তব-গান

ওপর-নিচ: ১. রাখাল ২. জঙ্গল ৩. হুঁশ ৪. ধন্য ৫. অসৎ-চরিত্র ৮. সপ্ততালের অন্যতম ৯. মনে ধরা ১১. চন্দ্রতপ ১৩. লক্ষিত ১৬. নতুন অঙ্কুর ১৭. শাজাহানের বাল্যকালের নাম ১৮. কল্পনা ১৯. ছাগ বা মেষ ২০. তিরস্কার করা

সমাধান ২১২ — পাশাপাশি: ১. ফাঁপড় ৫. অনবধানে ৮. আক্রমণ ৯. টক ১১. দান ১৩. পায়েস ১৫. নতুবা ১৬. মিতা ১৭. নক্ষত্র ১৮. হোতা ১৯. খল ২০. তালিম

ওপর-নিচ: ২. পরাক্রম ৩. গান ৪. বাধা ৫. অনটন ৬. বর্ণ ৭. নেতা ১০. ভয় ১১. পনস ১২. দাবানল ১৩. পাতা ১৪. সবিতা ১৬. মিত্রতা ১৮. হোস

আজকের দিন

- ১৯৪০ — লেডি গডিভা তাঁর স্বামীকে জনগণের উপর কর কমাতে বাধ্য করেন।
- ১৯৬২ — নাসা প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট টেলস্টার ১ উৎক্ষেপণ করে।
- ১৯৭৩ — পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাস করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়।

জন্মদিন

সুনীল গাভাসকার

১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকারের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী পারভিন সুলতানার জন্মদিন।*

১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজনাথ সিংয়ের জন্মদিন।*

রাজ্যের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল

সোমা মুখার্জি

শিলিগুড়ি: প্রশাসনিক বিষয় পর্যালোচনা এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যের ২০টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করলেন রাজ্যপাল আর. এন. রবি।

রাজ্যের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সফলতা ও বিফলতার দিকগুলি তুলে ধরেন আচার্য তথা রাজ্যপাল আরএন রবির সামনে। ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার মুর্শিদাবাদ-সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আচার্যকে জানান। দীর্ঘদিন ধরে প্রধানবিহীন থাকা নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি প্রশাসনিক সংকটের মধ্যে আজ গভর্নরকে আপ্যায়ন করল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী সংবিধিবদ্ধ কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি প্রতিষ্ঠানটিকে একটি প্রশাসনিক সংকটে ফেলেছে, যার ফলে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা বিলম্বিত হচ্ছে, গবেষকরা দুর্ভোগে পড়ছেন এবং নিয়মিত একাডেমিক কাজকর্ম ধীর হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল আর এন রবির সামনে সেই সমস্যাগুলি উঠে আসে। কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রয় মুখার্জী বলেন, ‘কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পদ শূন্য, যার ফলে ছাত্র ছাত্রীদের কনভোকেশনে প্রভাব পড়ছে। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতি মেনে পড়াশোনা হবে। এবং পড়াশোনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম অনুযায়ী পড়ুয়াদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে জীবনে আর্থিক সাবলম্বীন করে তোলা হবে। রাজ্যপাল দ্রুত সমস্যার সমাধান করার পথে এগোবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রগতির জন্য আশা করি আমরা।’ এদিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রিপোর্ট সঙ্গে করে নিয়ে যান রাজ্যপাল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৈঠকের পরে উত্তরকন্যায় বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে রাজ্যপাল একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন।

অন্ডালে ইসিএল কর্মীর বাড়িতে ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের সুভাষ নগর এলাকায় হঠাৎই তৎপরতা বাড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সকাল প্রায় ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ ইডির একটি দল ওই এলাকার বাসিন্দা রাম মল্লিকের বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি

অভিযান শুরু করে। জানা গিয়েছে, রাম মল্লিক [illegible] ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর প্রাক্তন কর্মী। সূত্রের খবর, অভিযানের সময় বাড়িতে থাকা বিভিন্ন আর্থিক নথি, সম্পত্তি-সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ব্যাংক লেনদেনের নথি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তের স্বার্থে বেশ কিছু নথি ও রেকর্ডও তাঁরা নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে এই তল্লাশি অভিযানের নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত ইডির পক্ষ থেকে কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যদিও স্থানীয় মহলে জোর জল্পনা, সম্ভাব্য কোনও আর্থিক অনিয়মের সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। ইডির অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সুভাষ নগর এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গোটা বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকা ঘিরে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেন। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইডির তল্লাশি অভিযান চলছিল। তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, রিটেল রিকভারি সেল
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ৪৪, জেনারেল অফিস বিল্ডিং (২য় তলা), কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন নং: ০৩৩৬৬৫৫৭৮৪৮ / ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [illegible] শ্রী সুজিত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী সীমা ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) [illegible]

সম্পত্তির বিবরণ

[illegible] দক্ষিণে: সুরবালা ঘোষের সম্পত্তি; পূর্বে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পশ্চিমে: তাপস রায়ের সম্পত্তি।

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : হায়াৎ রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
CIN - L15122WB2007PLC162762

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ৪) এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়, শেয়ার এবং শেয়ার প্রতি ডেটা ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড		
		তিন মাস সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৪৩৩.২০	১২,২২৮.৭৪	৩,৪৯৬.৫২
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য ব্যতিক্রমী দফা ও কর পূর্ব	১,০৩৭.০০	১,২৭৬.২৪	১,৪৬৭.৭৭
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,০৩৭.০০	(৪,৯৩৬.৮২)	১,৪৬৭.৭৭
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭৪৯.৫৫	(৫,৮৬৪.০৪)	১,০০৫.৫৪
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৭৪৭.২২	(৫,৮৬০.০৩)	১,০১৪.৮৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (উর্দ্ধতপত্রে প্রদর্শিত পূর্ববর্তী বছরের পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত)	-	১৬,৫৯৪.৭৮	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য বিশেষ কার্যাদি পরবর্তী (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)			
	মূল :	৪.৩৩	(৩৩.৯১)	৫.৮২
	মিশ্রিত :	৪.৩৩	(৩৩.৯১)	৫.৮২

দ্রষ্টব্য -
১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা নিম্নরূপ : (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
	তিন মাস সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৬ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৪৩৩.২০	১২,২২৮.৭৪	৩,৪৯৬.৫২
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,০৪৫.১৩	৩,৭১৩.৩৮	১,৫৪৫.৪৯
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৭৬৪.৭৭	২,৭৬৮.৮৯	১,০৮৩.৮৪
মোট ব্যাপক আয়	৭৬২.৪৪	২,৭৭২.৯০	১,০৯৩.১৯

২. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ৪) -এর নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল (**"আর্থিক ফলাফল"**) কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, তাদের ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন করেছে।
৩. উপরোক্তটি আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং সমাপ্ত বর্ষের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইটে **(URL: https://www.ahleast.com/financial-results.html)** উপলব্ধ। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে:

পরিচালন পর্ষদের আদেশ অনুসারে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯ জুলাই, ২০২৬

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বড় পদক্ষেপ

হুগলিতে একাধিক জুটমিল খোলার ইঙ্গিত, খুশির আমেজ শ্রমিক মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্ষমতায় আসার আগেই বন্ধ জুটমিল খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। পালাবদলের পরে সেই নিয়েই বড় পদক্ষেপ করেছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। হুগলির তিনটি জুটমিল-সহ রাজ্যের একাধিক জুটমিল খুলতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পরে অবশেষে স্বস্তি। আগামী ১০ জুলাই উঠে যাচ্ছে চন্দননগরের গোন্দলপাড়া জুট মিল, শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুট মিল শ্রীরামপুরের হেস্টিংস জুট মিলের সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক। ফলে ফের খুলে যাচ্ছে মিল। হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারে এখন খুশির হাওয়া। ছয় মাস আগে বন্ধ হয়ে যায় ইন্ডিয়া জুট মিল। বেকার হয়ে যান প্রায় দুই হাজার শ্রমিক বেকার। চরম আর্থিক সঙ্কটে দিন কাটছিল তাঁদের। একই অবস্থা গোন্দলপাড়া জুট মিলেরও। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় চার হাজার শ্রমিক। হেস্টিংস জুট মিলেও কাজ হারিয়েছিলেন প্রায় তিন হাজার জন। তবে মিল খোলার ঘোষণায় খুশি হলেও শ্রমিকদের একাংশ সারা বছর উৎপাদন চালু রাখার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপও চান তাঁরা। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, অতীতে একাধিকবার মিল খুললেও কিছুদিনের মধ্যেই তা ফের বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটাতে হয়েছে হাজার হাজার শ্রমিককে। নতুন করে যেন সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়। এ দিন শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ‘রাজ্য সরকার জুট শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। হুগলি জেলার চারটি জুট মিল খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বহু শ্রমিকের মুখে হাসি ফিরবে।’ মালিকপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শ্রমিক মহল্লাগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাসও দিয়েছেন মন্ত্রী। বছরভর মিল চালু রাখার নিশ্চয়তা দাবি করে গোন্দলপাড়া জুট মিলের সেলাই বিভাগের শ্রমিক বলেন, ‘বছরের পর বছর মিল বন্ধ-খোলার চক্র চলেছে। এবার নতুন সরকারের কাছে আশা, মিল যেন নিয়মিত চলে। তাহলেই আমাদের পরিবার বাঁচবে।’ মিল চালু হলে শ্রমিকরা যাতে কাজ পান, তার নিশ্চয়তাও চেয়েছেন তিনি। যদিও উৎপাদন নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি গোন্দলপাড়া জুট মিলের এক ম্যানেজার। বর্তমানে মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে বলে জানান তিনি। তবে কবে থেকে উৎপাদন শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর কথায়, ‘এখনও কোনও নতুন অর্ডার আসেনি। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

GPT

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : L70101WB1988PLC047402
নিবন্ধিত কার্যালয় : জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
টেলিফোন নম্বর : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০; ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের (‘‘কোম্পানি’’) সদস্যদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম/সভা) আগামী বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (‘‘এমসিএ’’) দ্বারা জারি করা সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫, তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং এই বিষয়ে পূর্বে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার (যৌথভাবে ‘‘এমসিএ সার্কুলার’’ নামে পরিচিত), কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘‘লিস্টিং রেগুলেশনস’’) এর প্রযোজ্য বিধান মেনে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম-এর বিবেচিত স্থান হবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়।

আইন, প্রবিধান ও সার্কুলার অনুযায়ী, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের সবার কাছে ৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ (২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসহ) পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং রেগুলেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর সংশোধিত বিধিমালা মেনে, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি নিবন্ধিত ছিল না, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় উক্ত তারিখে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে; এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিংক (সঠিক পাথ বা পথসহ) দেওয়া হয়েছে, যেখানে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ (২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ) কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের (‘‘এমআইআইপিএল’’) (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এ উপলব্ধ। রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং সদস্যদের পাঠানো ইমেলে প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী, বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের পাশাপাশি বার্ষিক হিসাবসমূহ পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

এজিএমে অংশগ্রহণ

সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী লগইন করে এমআইআইপিএল দ্বারা প্রদত্ত ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির এজিএম-এ সশরীরে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। এজিএম-এ যোগদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির ৩৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত বিভিন্ন মোডের মাধ্যমে এবং ইমেল ঠিকানা সফলভাবে নিবন্ধনের পর ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ (সংশোধিত রূপ)-এর বিধানাবলি;সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪; এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাবলি বা সার্কুলারসমূহ অনুসরণ করে;কোম্পানিটি তার বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আলোচ্য বিষয়াবলির ওপর ভোট প্রদানের জন্য সদস্যদের ‘রিমোট ই-ভোটিং’ (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) এবং সভার দিন নির্ধারিত স্থানে সশরীরে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি এমআইআইপিএল-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তাদের অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ৩ আগস্ট, ২০২৬ (সকাল ৯.০০ টা আইএসটি) শুরু হবে এবং বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ (বিকাল ৫.০০ টা আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, রেকর্ড ডেট/কাট-অফ ডেট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এমআইআইপিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার শেয়ারহোল্ডার কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিলে, শেয়ারহোল্ডারকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে। ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় ভোটদানে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তারা আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং যদি আবার ভোট দেওয়া হয়, তবে তা গণনা করা হবে না।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং রেকর্ড ডেট/কাট-অফ ডেট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **enotices@in.mpms.mufg.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এমআইআইপিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং এমআইআইপিএল-এর পক্ষ থেকে সদস্যদের পাঠানো ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নম্বর ২৯৪৮) সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। স্ক্রুটিনাইজার এজিএম-এ ভোটিং শেষ হওয়ার পরপরই ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলি (অর্থাৎ এজিএম চলাকালীন দেওয়া ভোট এবং রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে দেওয়া ভোট) আনব্লক করবেন এবং পক্ষে বা বিপক্ষে, যদি থাকে, প্রদত্ত মোট ভোটের একটি একত্রিত স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন, যিনি এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। ফলাফল এজিএম শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডে পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ফলাফল এমআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে, রেজোলিউশনগুলি সভার তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তবে তারা **https://instavote.linkintime.co.in**-এ হেল্প বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা **enotices@in.mpms.mufg.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা কল করতে পারেন টেলিফোন ০২২-৪৯১৮৬০০০। ভিসি-এর মাধ্যমে সভায় অ্যাক্সেস এবং অংশগ্রহণ সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা **instameet@in.mpms.mufg.com**-এ একটি মেইল পাঠাতে পারেন বা টেলিফোন ০২২-৪৯১৮ ৬০০০ / ৪৯১৮ ৬১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি-১০১, অ্যাম্বাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, বিক্রমী (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩ এর কাছে পাঠানো যেতে পারে। টেলিফোন +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি **enotices@in.mpms.mufg.com and rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com**

প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিশদ আপডেট

সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তাদের প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, ঠিকানা, আবাসিক স্থিতি, বিভাগ এবং অন্যান্য বিশদ তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরিগুলির কাছে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের মাধ্যমে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি শেয়ারহোল্ডিং ডিম্যাট আকারে থাকে।

যদি আপনি ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন, তাহলে আপনি সহায়ক নথিপত্র সহ ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর -২ এবং এসএইচ-১৩ কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), ইউনিট : জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৫ম ফ্লোর, ২০, স্যার আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ জমা দিতে পারেন। ফর্মগুলি ডাউনলোড করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের আরটিএ-র ওয়েব লিঙ্ক **https://web.in.mpms .mufg.com/KYC-downloads.html** এ যেতে এবং এই পৃষ্ঠায় কেওয়াইসি ট্যাব নির্বাচন করতে অথবা ফর্মগুলি ডাউনলোড করার জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://ilshospitals.com/share- holderinformation/#Downloads**-এ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

- শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধ করা হবে। ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড ডেট এবং বুক ক্লোজার

পরিচালনা পর্ষদ ১৮ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ১.৫০ টাকা (১৫ শতাংশ) চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। পর্ষদ দ্বারা সুপারিশকৃত লভ্যাংশ, যদি আসন্ন ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত হয়, তবে তা রুলবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে সেই সমস্ত সদস্যদের প্রদান করা হবে (ক) যাদের নাম ইলেকট্রনিক (ডিম্যাট) ফর্মে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় রেকর্ড ডেট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থিত থাকে এবং (খ) যাদের নাম বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে কোম্পানির কাছে জমা দেওয়া বৈধ ট্রান্সমিশন/ট্রান্সপোজিশন অনুরোধগুলি কার্যকর করার পরে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুসারে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক শুক্রবার, ৩১ জুলাই, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিকভাবে লভ্যাংশ গ্রহণের ম্যান্ডেট নিবন্ধনের পদ্ধতি

শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ উপরে উল্লিখিত হিসাবে তাদের ডিপোজিটরি (ডিম্যাট ধারকদের জন্য) বা কোম্পানি/আরটিএ (ফিজিক্যাল ধারকদের জন্য) এর সঙ্গে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সেবি ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের তাদের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ সংশোধন করেছে যেখানে কোম্পানিগুলিকে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের ভবিষ্যতের সমস্ত লভ্যাংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ আপডেট করা নেই, তাদের লভ্যাংশের ইলেকট্রনিক ক্রেডিট পাওয়ার জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে আয়কর আইন, ২০২৫ (‘দ্য অ্যাক্ট’) অনুসারে, কোম্পানির দ্বারা প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে। তাই কোম্পানিকে আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষিত হলে, তা প্রদানের সময় উৎসে কর কাটতে হবে। প্রযোজ্য যথাযথ টিডিএস হার নির্ধারণে কোম্পানিকে সক্ষম করার জন্য, সদস্যদের আয়কর আইন, ২০২৫ এর বিধান অনুসারে নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম নং ১২১, ৪১, টিআরসি বা আইনের সেকশন ৩৯৩ এর অধীনে অন্যান্য নথিপত্র প্রযোজ্য টিডিএস/উইথহোল্ডিং ট্যাক্স হার নির্ধারণে কোম্পানিকে সক্ষম করার জন্য ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা (আইএসটি) বা তার আগে **https-://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/ submission-of-Form-12-41.html** লিঙ্কে আপলোড করা যেতে পারে। কর নির্ধারণ/কর্তন সংক্রান্ত কোনো যোগাযোগ/নথিপত্র ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা (আইএসটি)-এর পরে বিবেচনা করা হবে না। যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার উপরোক্ত নথিপত্র যেমন ফর্ম নং ১২১ ফিজিক্যাল মোডে জমা দিতে চান, তবে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), ইউনিট জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রুডল কোর্ট, ৫ম ফ্লোর, ২০, স্যার আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির কাছে ই-মেইল যোগাযোগ বিবেচনা করা হবে না।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় আমাদের বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে **ghl.cosec@gptgroup.co.in**-এ যোগাযোগ করুন অথবা বিকল্পভাবে আপনি আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com and kolkata@in.mpms.mufg.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যদের তথ্য ও সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এটি এমসিএ এবং সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে চলছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A31833

তারিখ : ৯ জুলাই, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার অফিস- ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২ ফোন (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ইমেল kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট www.lnbgroup.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
(ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড(আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের নিকট কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর)

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৬(৪) এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (রুলস) সংশোধিত মতে একদিক্রমে সাত বছরের মেয়াদে অপ্রদেয় বা দাবিহীন ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর করা আবশ্যক। ফলে কোম্পানি ২০২৬-২০২৭ আর্থিক বর্ষে সংশ্লিষ্ট যেসকল শেয়ারহোল্ডারের শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে তাদের ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ প্রেরণ করে / যোগাযোগ করেছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাগণের বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট https:www.inbgroup.com/kiran./ উপলব্ধ যাচাইযের জন্য।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট যে শেয়ারহোল্ডারগণ ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ার স্থানান্তরাধীন আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট, তারা সংশ্লিষ্ট স্থানান্তর বিষয়ে অবগত হোন যে মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) তাদের নামে নথিভুক্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আলোচনা গ্রাহ্য হবে না। ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করলে সংশ্লিষ্ট ডিমাট অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে।
[illegible]
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে কোম্পানি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড , ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : -৯১ ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪ ৫০২৯ নম্বরে , ই-মেল : contact@mdplcorporate.com করতে পারেন।

কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কেম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.০৭.২০২৬

Indian Bank

১৩(২) বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট শাখা
৫বি, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭১
ফোন ০৩৩-২২২৬৪০১৬/২২২৬৩৭৪৮,
ইমেইল: russellstreet@indianbank.co.in, ফ্যাক্স নং: ০৩৩ ২২২৬৪৪৬৩

ডিমান্ড নোটিশ
পরিশিষ্ট ১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	পদবী
১	ডঃ সৌম্যদীপ খাঁড়া ঠিকানা: গ্রাম- গিলাখালি, পোঃ- নন্দপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬২৫	ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা
২	শ্রীমতী সুদীপা মাইতি খাঁড়া, স্বামী- সৌম্যদীপ খাঁড়া ঠিকানা: গ্রাম- গিলাখালি, পোঃ- নন্দপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬২৫	জামিনদার

মহাশয়,
বিষয়: শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া এবং শ্রীমতী সুদীপা মাইতি খাঁড়ার নামে আপনার হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৭৮২৬২২৮০৬, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রাসেল স্ট্রিট শাখা, ৫বি রাসেল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া কলকাতা - ৭০০০৭১ -এ।
আপনাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন ব্যক্তি এবং ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে প্রথম জন এখন বা সর্বদা ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন বন্ধকদাতা(গণ) যিনি/যাঁরা আপনার নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের সিকিউরিটি হিসেবে তার/তাদের সম্পদ(গুলি) প্রদান করেছেন।
আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় জন হলেন লোন অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার।
আপনাদের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়কালে, নিম্নলিখিত সুবিধাটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা তা গ্রহণ করেছিলেন :
সুবিধার প্রকৃতি (সীমা)
হোম লোন ৫২.৮০ লক্ষ টাকা
উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য আপনারা নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন:

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. হোম লোন	১. ডি-১ ডিমান্ড প্রমিসরি নোট তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ২. ডি-১২৮-হোম লোনের জন্য টার্ম লোন চুক্তি তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৩. স্বীকৃতি পত্র তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া এবং শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত। ৪. এফ১৬৪-তথ্য প্রকাশের জন্য ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে চিঠি তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৫ এফ-১৭২-আত্মীয়দের বিবরণ ইত্যাদির উপর ঋণগ্রহীতার ঘোষণা তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৬. এফ-১৮৯-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের পরিবারের সদস্যদের বিবরণ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৭. এফ-১৯০ ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের চিঠি তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৮. ডি-৩২-ইক্যুইটেবল মর্টগেজ তৈরি নিশ্চিতকারী ব্যাঙ্কের কাছে পার্টির চিঠি তারিখ ২৯.০৬.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ৯. এফ-২০৭-অথরাইজেশন লেটারের খসড়া বিন্যাস তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়া দ্বারা সম্পাদিত। ১১. এফ-২০৭-অথরাইজেশন লেটারের খসড়া বিন্যাস তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত। ১২. এফ-১৬-গ্যারান্টারকে চিঠি এবং তার উত্তর তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত। ১৩. এফ-১৬৪ এ তথ্য প্রকাশের জন্য গ্যারান্টারের কাছ থেকে সম্মতি পত্র তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত। ১৪. এফ-২০৬-গ্যারান্টারের ফর্ম তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত। ১৫. ডি-৫৭-গ্যারান্টি চুক্তি তারিখ ২৪.০৫.২০২৪ শ্রীমতী সুদীপা মাইতি দ্বারা সম্পাদিত।

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধটি আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় জন দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টিযুক্ত ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে।
উক্ত ঋণ পরিশোধটি ব্লক বি-এর ২য় তলার ১২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং- ২০৪ এবং ১৩৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস জি+৫ ভবনের নিচতলায় জমি ও ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ মৌজা - নাকতলা, জে.এল. নং - ৩২, তৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ ও ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২ এবং ২১৪ প্রাঙ্গণ নং - ২৩৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০০, এনএসসি বোস রোড, পোঃ - নাকতলা, থানা - যাদবপুর বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা সেল ডিড নং - ১-৫১৫৫/২৪ তারিখ ২৮.০৫.২০২৪, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-III, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা দ্বারা বুক-I, ভলিউম নং - ১৬০৩০৮৮৪১/২০২৪, পৃষ্ঠা ২৪০৩৫৯ থেকে ২৪০৩৮৩ নং ১৬০৩০৮৮৪১ সাল ২০২৪-এর জন্য নিবন্ধিত। **সীমানা: উত্তরে :** নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, **দক্ষিণে:** টলি খাল, মেট্রো রেলওয়ে, **পূর্বে:** টলি হাইট কমপ্লেক্স এবং **পশ্চিমে:** টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক বন্ধক রেখে সুরক্ষিত করা হয়েছে।
সুদ সহ বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; দায়বদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে আপনি বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে লোন অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ০৭.০৭.২০২৬ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া পরিমাণ হল **৫২,৯৮,৯৯৫.০০/- টাকা (বাহান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শ পঁচানব্বই টাকা মাত্র)** এবং উক্ত পরিমাণের উপর ০৭.০৭.২০২৬ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ প্রযোজ্য হবে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা মানে এমন যে কোনো ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্ক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে বা যিনি ব্যাঙ্কের দেওয়া উক্ত আর্থিক সহায়তার সিকিউরিটি হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাকে এতদ্বারা বর্তমান তারিখ পর্যন্ত বকেয়া **৫২,৯৮,৯৯৫.০০/- টাকা (বাহান্ন লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শ পঁচানব্বই টাকা মাত্র)** সহ আজকের তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ ধারা ১৩(২)-এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রদান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কোনো রকম উল্লেখ ছাড়াই তার সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক নীচে তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তার বলবৎকরণের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাঙ্কের পূর্বানুমতি ছাড়া বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে সুরক্ষিত সম্পদের (নীচের তফসিলে দেওয়া) কোনো হস্তান্তর এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে করা যাবে না।
বলা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রকার প্রভাব না ফেলেই আপনাকে দেওয়া হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই বিজ্ঞপ্তিটি বর্তমানে ডিআরটি/ডিআরএটি/কোর্টের ডিআরটি/আরও বিচারাধীন কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/পাওয়া যাবে এমন আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অধিকার ক্ষুণ্ন না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া ডিসকাউন্টেড বিল, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট যা আপনার পক্ষে জারি করা হয়েছে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত হতে পারে এমন দায় পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
‘‘আমরা সারফায়েসি আইন-এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিগুলির উপর আপনার রিডেম্পশন বা পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে কাজ করে।’’
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্কের একজন যথাযথ অনুমোদিত অফিসার যিনি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরে উল্লিখিত ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।
যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল:
বন্ধক রাখা সম্পদ : CERSAI ASSET ID: 200083791963 SECURITY INTEREST ID: 400082013896
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০৪, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৫০ বর্গফুট ব্লক বি-এর ২য় তলায় এবং একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট জি+৫ ভবনের নিচতলায়, জমি ও ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ মৌজা - নাকতলা, জে.এল. নং - ৩২, তৌজি নং - ৫৬, খতিয়ান নং ১৯৯ ও ২৭৮, দাগ নং ৮৬, ৮২ এবং ২১৪ প্রাঙ্গণ নং ২৩৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং - ১০০, এনএসসি বোস রোড, পোঃ - নাকতলা, থানা - যাদবপুর বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। সেল ডিড নং - আই-৫১৫৫/২৪ তারিখ ২৮.০৫.২০২৪, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-III, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা দ্বারা বুক-I, ভলিউম নং-১৬০৩০৮৮৪১/২০২৪, পৃষ্ঠা ২৪০৩৫৯ থেকে ২৪০৩৮৩ নং - ১৬০৩০৮৮৪১ সাল ২০২৪-এর জন্য নিবন্ধিত। **সীমানা:- উত্তরে:** নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, দক্ষিণে টলি খাল, মেট্রো রেলওয়ে, **পূর্বে:** টলি হাইট কমপ্লেক্স এবং **পশ্চিমে:** টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক।
সম্পত্তি শ্রী সৌম্যদীপ খাঁড়ার নামে রয়েছে।

তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিয়েবাড়ির ফ্রুটিতে কিলবিলে পোকা! স্ট্র আটকে যেতেই ফাঁস 'রহস্য'

প্রশ্নের মুখে প্যাকেটজাত পানীয়ের গুণমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: একটি সিল করা ফ্রুটি প্যাকেট। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই কোনও অস্বাভাবিকতা। বিয়েবাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্য রাখা সেই প্যাকেটই যখন এক শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হল, তখনও কেউ আঁচ করতে পারেননি ভিতরে কী অপেক্ষা করছে। স্ট্র ঢোকাতে গিয়েই প্রথম সন্দেহ। স্ট্র কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করছিল না। প্যাকেটে সামান্য বড় ছিদ্র করতেই সামনে আসে এমন দৃশ্য, যা দেখে শিউরে ওঠেন উপস্থিত সকলেই। অভিযোগ, প্যাকেটের ভিতরে কিলবিল করছিল অসংখ্য জীবন্ত পোকা। ঘটনাটি পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া থানার পড়াশিয়া কোলিয়ারি

এলাকার একটি বিয়েবাড়ির। অভিযোগ সামনে আসতেই ফের প্রশ্নের মুখে প্যাকেটজাত পানীয়ের গুণগত মান ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় ১০০টি ফ্রুটি প্যাকেট কেনা হয়েছিল। অধিকাংশই অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করা হলেও কয়েকটি প্যাকেট অবশিষ্ট ছিল। পরে সেই অবশিষ্ট প্যাকেটগুলির একটি একটি শিশুকে দেওয়া হয়। কিন্তু স্ট্র ঢোকাতে গিয়েই সমস্যা দেখা দেয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা প্যাকেটটি পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমে কালচে রঙের জমাট আস্তরণ দেখতে পান। প্যাকেটটি সম্পূর্ণ কেটে খুলতেই অভিযোগ, ভিতরে অসংখ্য জীবন্ত পোকা নড়াচড়া করছে। মুহূর্তের মধ্যে বিয়েবাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। উপস্থিত অতিথিদের অনেকেই বাকি পানীয় পান না করেই সরিয়ে রাখেন। কীভাবে একটি সিল করা প্যাকেটের ভিতরে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অবিলম্বে তদন্ত করে প্রকৃত কারণ প্রকাশ করা উচিত। উল্লেখ্য, অতীতেও বিভিন্ন সময় প্যাকেটজাত পানীয় বা কোমল পানীয়ের বোতলে টিকটিকি, পোকামাকড় কিংবা অন্যান্য অস্বাভাবিক বস্তু পাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। জামুড়িয়ার এই ঘটনায় সেই বিতর্কই ফের উস্কে দিল।

তবে এই অভিযোগের সত্যতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনও ত্রুটি, সংরক্ষণে গাফিলতি নাকি অন্য কোনও কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তদন্তের দিকেই এখন নজর সকলের।

শীঘ্রই চালু হচ্ছে তারাপীঠ ও ঠাকুরনগর বাস পরিষেবা

জানালেন কালনার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস ডিপোতে এসে কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার খুশির খবর শোনালেন। পাশাপাশি কালনা-চুঁচুড়ার নতুন রুটের বাস সার্ভিস চালু করেন। তিনি ডিপো আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে জানান, 'আগের সরকারের আমলে কাজে প্রচুর দুর্নীতি ছিল। এই সরকার আসার পরে নতুন করে সরকারি বাসকে সাধারণ মানুষের পরিষেবার জন্য কতগুলো

অতিরিক্ত বাস লাগবে, কত স্টাফ লাগবে তা জানতে চাওয়া হয়। কোনও এজেন্সি স্টাফ দিচ্ছে না, তাদের কি কন্ট্র্যাক্ট আছে, সেই তথ্য গুলো নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি করা হবে। পাশাপাশি কালনা থেকে ঠাকুর নগর ও তারাপীঠ যাওয়ার জন্যও বাস পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' নতুন সরকারের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী। এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, বর্তমানে কালনা থেকে ঠাকুরনগর যেতে গেলে গঙ্গা নদী পার করে বা ট্রেনে করে যেতে হতো তাদের। কিংবা তারাপীঠ যেতে গেলেও সেই ট্রেনই ভরসা ছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সময় অনেক লাগে। তবে সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হয়ে গেলে সহজেই মানুষ তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাবে। সময়ও অনেক বাঁচবে।

যুনিয়ন বৈংক অফ ইন্ডিয়া | Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৮.০৭.২০২৬** তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি "অনলাইন ই-নিলাম" বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট support.BAANKNET@psballiance.com মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৮ জুলাই, ২০২৬ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) মালিক/গণ -এর নাম ঘ) সম্পত্তি আইডি (সম্পত্তিটি যদি ইতিমধ্যে BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা থাকে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল
১.	**ক. শ্রী জয়ন্ত সাঁফুই, পিতা- ইন্দ্রজিৎ সাঁফুই** **কলকাতা রাজারহাট শাখা (৯১২৩৪৪)** **খ.সম্পত্তি :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং, লিফট সুবিধা বিহীন আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ৪৪, নবনির্মিত ভবনের সম্পূর্ণ ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত, যার নাম- 'বৃষ্টি ধারা নিবাস', পরিমাপ কমবেশি ১০৫৬ (এক হাজার ছাপ্পান্ন) বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ) যার মধ্যে রয়েছে ৩ (তিন) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ডাইনিং কাম কিচেন, ২ (দুই) টি টয়লেট এবং ২ (দুই) টি ব্যালকনি; এর সাথে উক্ত প্রেমিসেসে আনুপাতিক, পরিবর্তনশীল, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য শেয়ার, যা উক্ত ফ্ল্যাটের জন্য প্রযোজ্য এবং এর সাথে সাধারণ অংশের শেয়ার সম্পর্কিত প্ল্যানের সুবিধা যা উক্ত ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এর সাথে ভবনের সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধাগুলিতে আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য শেয়ার, এবং এর সাথে উক্ত ফ্ল্যাটের আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্ত অধিকার সহ, যা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ১ (এক) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর নির্মিত, যা নিম্নলিখিতভাবে ২টি দাগ নম্বরে বিভক্ত- আর.এস. দাগ নং — এল.ও.পি. নং — জমির পরিমাণ ও জমির প্রকৃতি ৩৭২ — ৯ — ১৩ ছটাক বাস্তু ৩৭৩ — ৯ — ১৩ ছটাক বাস্তু যা প্রেমিসেস নং -৩২, অর্জুনপুর পল্লী, কৃষ্ণপুর, পোঃ- প্রফুল্ল কানন, কলকাতা-৭০০ ১০১-এ অবস্থিত; মৌজা- কৃষ্ণপুর জে.এল. নং ১৭, রে.সু. নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২০-এর অধীনে, থানা- রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি, এ.ডি.এস.আর.- রাজারহাট, নিউ টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগণার অধীনে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩৩, হোল্ডিং নং এএস ৪২ বি১-বিসি বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৪।উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তিটি কৃষ্ণপুর রোডের (ভিআইপি ক্রসিং থেকে রবীন্দ্র পল্লী জোন) কাছে অবস্থিত, **শ্রী জয়ন্ত সাঁফুই,** পিতা- ইন্দ্রজিৎ সাঁফুই **-এর নামে** (২১.১২.২০২২ তারিখের কনভেয়েন্স ডিড নং আই-২০৫০১/২০২২ অনুযায়ী)। **সম্পূর্ণ সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** উত্তরে- কেষ্ট প্রামাণিকের জমি, দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে- যতীন মণ্ডলের জমি, পশ্চিমে- সরোজিনী প্রামাণিকের জমি। **গ. শ্রী জয়ন্ত সাঁফুই,** পিতা- ইন্দ্রজিৎ সাঁফুই **ঘ. UBINKOLKOG9582**	ক. ৩৮,২৫,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৮২,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **৩৮,২৫০.০০ টাকা**	**ক) ৩৭,২৫,৮৭৭.৩৩ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
২.	**ক. আবেদনকারীল শ্রীমতী পারমিতা রায়** **সহ-আবেদনকারী- হেমেন্দ্র ভৌমিক** **কলকাতা সল্টলেক শাখা (৯০৫৯৪১)** **খ. সম্পত্তি:** আসবাবপত্র এবং ফিক্সচার সহ সম্পূর্ণ সজ্জিত আবাসিক এমআইজি ফ্ল্যাট নং ১সি-১৪০১ , ব্লক ১০, টাইপ সি, ১৪ ফ্লোরে, যার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮৩৪ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০.৮০ বর্গফুট, 'অভিদীপ্তা হাউজিং কমপ্লেক্স ফেজ'-এ এবং একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস নং ১সি-জি-সিসিপি/০৮ প্রায় ১৩৫ বর্গফুট ব্যবহারের অধিকার সহ, যার সাথে ৯.০৪ একর পরিমাপের জমির আনুপাতিক শেয়ার, যা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমির উপর অবস্থিত, মৌজা- বড়খোলা, নং ২১, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১১৯., বরো নং ১২, প্রেমিসেস নং ৪০১, বড়খোলা- থানা পূর্ব যাদবপুর, পোঃ- মুকুন্দপুর, কলকাতা-৭০০ ০৯৯ । **এলআইজি এবং এমআইজি, এইচআইজি টাইপ ফ্ল্যাট এবং সকলের জন্য সাধারণ জমির বিবরণ :** **এলআইজি এবং এমআইজি এর জন্য জমি:** পরিমাপ প্রায় ২.৭৭২ একর **এইচআইজি এর জন্য জমি:** পরিমাপ প্রায় ৬.০৮৮ একর **সকল বরাদ্দ প্রাপকদের সাধারণ জমি:** পরিমাপ প্রায় ০.১৮০ একর **সম্পত্তিটি শ্রীমতী পারমিতা রায়,** পিতা- মৃত অমিয় রায় এবং **শ্রী হেমেন্দ্র ভৌমিক,** পিতা- মতিলাল ভৌমিকের **মালিকানাধীন।** **চৌহদ্দী:-** উত্তরে- খালি জমি এবং ১৪.৩০ মিটার চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা, দক্ষিণে- ২১.৩০ মিটার চওড়া মুকুন্দপুর রাস্তা, পূর্বে- খালি জমি, পশ্চিমে- ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত জমি (অবিদীপ্তা ফেজ- এবং অন্যান্য খালি জমি)। **গ. শ্রীমতী পারমিতা রায়,** পিতা- মৃত অমিয় রায় **এবং** **শ্রী হেমেন্দ্র ভৌমিক,** পিতা- মতিলাল ভৌমিক। **ঘ. UBINKOLKOG0051**	ক. ৮৯,১০,০০০.০০ টাকা খ. ৮,৯১,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **৮৯,১০০.০০ টাকা**	**ক) ১,৩১,৯৬,২১৮.০০ টাকা** (এক কোটি একত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত আঠারো টাকা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৩.	**ক. শ্রী সুভাষ দাস,** পিতা- তারক দাস **বিধান নগর শাখা (৫৬০৭৬৬)** **খ.সম্পত্তি :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৮/১, পরিমাপ প্রায় ৭১৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভিত্তিতে) ১ম ফ্লোরে, 'সন্ধ্যা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যা কমবেশি ৩ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮৯ এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৭৮ এর অংশ, সি.এস. খতিয়ান নং ২২২ এর অধীনে সি.এস. দাগ নং ৭০, মৌজা- কৈখালী, জে.এল. নং ৫, আর.এস. নং ১১৫, তৌজি নং ১৭২, থানা- এয়ারপোর্ট (পূর্বে রাজারহাট) এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং আরজিএম ১৭১৫ (পূর্বতন ৬৮৯) কৈখালী চিড়িয়ামোড়, কলকাতা-৭০০ ১৩০, উক্ত ভবন/প্রেমিসেসের জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য শেয়ার সহ এবং উক্ত ফ্ল্যাটে রয়েছে ২ (দুই) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ (এক) টি কিচেন, ২ (দুই) টি টয়লেট, ১ (এক) টি ব্যালকনি, উক্ত প্রেমিসেসে সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার এবং জমির আনুপাতিক অধিকার সহ। (২০১৪ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং আই-০২৮৫৪ অনুযায়ী)। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দী:** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ১এ, দক্ষিণে- খোলা জায়গা, পূর্বে- খোলা জায়গা এবং ফ্ল্যাট নং ১এ, পশ্চিমে- খোলা জায়গা এবং ফ্ল্যাট নং ১সি। **যে জমির উপর ফ্ল্যাট নির্মিত তার চৌহদ্দী:-** উত্তরে- রানী বালা ঘোষ এবং সুশীল কুমার ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে- শিবদাস ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে- চিড়িয়ামোড় রাস্তা, পশ্চিমে- তারা দে-এর সম্পত্তি। **গ. শ্রী সুভাষ দাস,** পিতা- তারক দাস **ঘ. UBINKOLKOG9791**	ক. ২০,৩৫,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৩,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **২০,৩৫০.০০ টাকা**	**ক) ১০,৬৩,২৮৫.৪১ টাকা** (দশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত পঁচাশি টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৪.	**ক. আবেদনকারী: শ্রী শ্যামল সাহা,** পিতা- গোপাল সাহা **সহ-আবেদনকারী: শ্রীমতী আরতি সাহা,** স্বামী- গোপাল সাহা **সোদপুর শাখা (৮২৬৬০০)** **খ.সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি ও ভবন, জমির পরিমাণ ১ কাঠা ২ ছটাক ৩০ বর্গফুট, যা মৌজা- কৃষ্ণপুর, গ্রাম- কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ৭৫, তৌজি নং ১৭২, হোল্ডিং নং ১০২, ওয়ার্ড নং ৩৫, কেএইচ ওয়ার্ড নং ৩৫, খতিয়ান নং ১১৫, দাগ নং ৩১৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- ঘোলা (পূর্বে খড়দহ), পানিহাটি পৌরসভার অধীনে, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- ব্যারাকপুরের অন্তর্গত, **শ্রীমতী আরতি সাহা,** স্বামী- গোপাল সাহার **নামে** (২০০২ সালের দলিল নং আই-১৬৭৩ অনুযায়ী)। **চৌহদ্দী :** উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, দক্ষিণে- পুকুর। পূর্বে- গোবিন্দ সাহা ও অন্যান্যদের জমি ও বাড়ি, পশ্চিমে- মৃত প্রভাত পালের আবাসিক বাড়ি। **গ. শ্রীমতী আরতি সাহা,** স্বামী- গোপাল সাহা **ঘ. UBINKOLKOG2359**	ক. ১৮,৬৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৮৬,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **১৮,৬৫০.০০ টাকা**	**ক) ৯,৪৯,৭৯২.৪০ টাকা** (নয় লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৫.	**ক. শ্রী সন্তোষ কুমার গুপ্ত, শ্রী অমিত কুমার গুপ্ত** **বিরাটি শাখা (৫৭৪৫৬২)** **খ. সম্পত্তি:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি পরিমাপ ০১ কাঠা ০২ ছটাক ৩২ বর্গফুট বা ১.৯৩ শতক এবং এর সাথে ২৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি একতলা ভবন, যা জে.এল. নং ৪৫, রে. সা. নং ১৩৭, ৩৯, তৌজি নং হাল-১৪৬, মৌজা- দোহাড়িয়া, আর.এস. খতিয়ান ২৩০, আর.এস. দাগ নং ৬২৪, প্লট নং পি, ওয়ার্ড নং ১৫, হোল্ডিং নং ১৫২, পেয়ারা বাগান, পরগণা- আনোয়ারপুর, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার অধীনে, থানা- মধ্যমগ্রাম, এ.ডি.এস.আর.ও.- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত। **চৌহদ্দী:-** উত্তরে- ৬২৫ নং দাগ দ্বারা। দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। পশ্চিমে- ৬২৪ নং দাগের অংশ দ্বারা (মূল দলিল নং আই-০৪২৬৬/২০১১ অনুযায়ী)। **গ. শ্রী সন্তোষ কুমার গুপ্ত, শ্রী অমিত কুমার গুপ্ত** **ঘ. UBINKOLKOG1324**	ক. ৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **৩০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৪,৬৫,১৩৬.২২ টাকা** (চার লক্ষ পয়ষট্টি হাজার একশত ছত্রিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৬.	**ক. মেসার্স আর. কে. রিটেল, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার** **শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার, শ্রীমতী সাগরিকা পোদ্দার এবং শ্রী সন্দীপ পোদ্দার** **দক্ষিণ দম দম শাখা (৯২৯২০৪)** **খ. সম্পত্তি :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩য় ফ্লোরে সামনের দিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৭৯০ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন এবং ১টি টয়লেট (মার্বেল ফ্লোরিং সহ), এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার, যা কমবেশি ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৬ বর্গফুট বাস্তু জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা- গোরুই, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ২৪, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. দাগ নং ৫২, ৫৩ ও ৬১ এর অধীনে খতিয়ান নং ২৮৩, ৩১০/১ যার অনুরূপ এল.আর. দাগ নং ১৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ৭০৭, হোল্ডিং নং ১১৫, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ০২, দক্ষিণ দম দম পৌরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- দমদম -এর এক্তিয়ারাধীন, কলকাতা- ৭০০০৬৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, **শ্রী সঞ্জয় পোদ্দারের নামে। চৌহদ্দী:-** উত্তরে- অরবিন্দ অধিকারী এবং অন্যান্যদের জমি দ্বারা, দক্ষিণে- শ্রী অনিল অধিকারীর জমি দ্বারা, পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে- নিখিল রঞ্জন ঘোষের জমি দ্বারা। **গ. শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার** **ঘ. UBINKOLKOG6683**	ক. ১৭,৭৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৭৭,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **১৭,৭৫০.০০ টাকা**	**ক) ২০,১৯,২৩৭.০৯ টাকা** (কুড়ি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৭.	**ক. শ্রী স্বপন পাল এবং শ্রীমতী সাবিত্রী পাল** **বরানগর শাখা (৮১৭৬১৯)** **খ. সম্পত্তি :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি আবাসিক টাইলস ফিনিশড ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ২০৪, প্রথম ফ্লোরে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৬০০ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে ২ (দুই) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ওপেন কিচেন কাম ডাইনিং, ১ (এক) টি টয়লেট এবং ১ (এক) টি ব্যালকনি, যা 'প্রথমা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি বহুতল ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত, যা বাস্তবিক পরিমাপ অনুযায়ী কমবেশি ৪ (চার) কাঠা ১২ (বারো) ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমিতে অবস্থিত (যার মধ্যে ২ (দুই) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক জমি দাগ নং ৪৫৪৩ (পি), ৪৫৮১ (পি), মৌজা- বালি জে.এল. নং ১৪, এল.ও.পি. নং ৯০-এর মধ্যে, নিশ্চিন্দা গভর্নমেন্ট স্কিম নং ২ এবং নিশ্চিন্দা (পশ্চিম) গভর্নমেন্ট কলোনির মধ্যে, এল.আর. প্লট নং ১৭৭১৮-এর অধীনে, থানা- বালি (পুরাতন) বর্তমানে নিশ্চিন্দা, হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের অধীনে, হাওড়া জেলার নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, **শ্রী স্বপন পালের নামে** (২০১৮ সালের কনভেয়েন্স দলিল নং ১৯০১০০৯৮৬ অনুযায়ী)। **যে জমির উপর ফ্ল্যাট নির্মিত তার চৌহদ্দী:-** উত্তরে- এল.ও.পি. নং ৯০/১, দক্ষিণে- ২০ ফুট পঞ্চায়েত মেইন রোড, পূর্বে- পঞ্চায়েত লেন, পশ্চিমে- এল.ও.পি. নং ৭৫। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দী:-** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে- ফ্ল্যাট নং ৪০২, পূর্বে- উন্মুক্ত আকাশ এরপর পঞ্চায়েত লেন, পশ্চিমে- ফ্ল্যাট নং ৪০৪, সিঁড়ি ও লিফট। **গ. শ্রী স্বপন পাল** **ঘ. UBINKOLKOG0474**	ক. ১০,৬৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,০৬,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **১০,৬৫০.০০ টাকা**	**ক) ১০,০০,০৭১.৬০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ একাত্তর টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) বাস্তবিক দখল**
৮.	**ক. আবেদনকারী: শ্রী তুষার দাস, সহ-আবেদনকারী: শ্রীমতী দুর্গা দাস** **দক্ষিণ দম দম শাখা (৮২২১৬৭)** **খ. সম্পত্তি :** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রথম তলার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক আবাসিক ফ্ল্যাট, যার নং "১-বি", যা উপরে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত প্রেমিসেসে অবস্থিত একটি বহুতল ভবনে রয়েছে, যার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ৫৫০ (পাঁচশো পঞ্চাশ) বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে ১ (এক) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ১ (এক) টি কিচেন, ১ (এক) টি বাথরুম কাম প্রিভি এবং ১ (এক) টি ব্যালকনি, মেঝের ধরন- টাইলস, অন্যান্য সুবিধা- লিফট সুবিধা, উক্ত প্রেমিসেসে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং 'রয়্যাল রেসিডেন্সি-২' নামে পরিচিত ও চিহ্নিত উক্ত ভবনের সাধারণ অংশ এবং/অথবা সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা সহ, যা কমবেশি ২ (দুই) কাঠা পরিমাপের বাস্তু হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ জমির উপর নির্মিত, যা মৌজা- অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, আর.এস. ১৬০, পরগণা- কলিকাতা, আর.এস. দাগ নং ৫১১ যার অনুরূপ এল.আর. দাগ নং ৯৮২, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৩১ যার অনুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৩০ এবং ৩২৪০ এর অধীনে, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ (বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৮)-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে, হোল্ডিং নং আরজিএম/এম/৪২, ২০০৫-২০০৬, নতুন ২৩৬, এলাকা- উত্তর অর্জুনপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের এখতিয়ারাধীন (পূর্বে বিধাননগর সল্টলেক সিটি বর্তমানে রাজারহাট), থানা- রাজারহাট (পুরাতন) বাগুইআটি (নতুন) এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০৬৯, যা **শ্রী তুষার দাস,** পিতা- স্বপন দাসের **মালিকানাধীন। চৌহদ্দী :-** উত্তরে- কার্তিক হাজরার সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে- পঁচিশ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পূর্বে- প্রতিমা দেব এবং স্বপন দাসের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- খালি জমি দ্বারা। **গ. শ্রী তুষার দাস,** পিতা- স্বপন দাস **ঘ. UBINKOLKOG3291**	ক. ১১,২০,০০০.০০ টাকা খ. ১,১২,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিট সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **১১,২০০.০০ টাকা**	**ক) ১৫,২২,৬৭৬.৯৫ টাকা** (পনের লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত ছিয়াত্তর টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা মাত্র) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, যদি কোনো অর্থ দাবি নোটিশের তারিখের পর পরিশোধ করা হয় তা বাদ দিয়ে। **খ) শ্রী বিপিন ফ্রান্সিস (মোবাইল: ৮০৮৬৬৬২২৩৩)**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) বাস্তবিক দখল**

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://baanknet.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে https://baanknet.com সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে**" বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in**
(খ) **https://baanknet.com** দরদাতারা **https://baanknet.com** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "**নির্দেশিকা**" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত BAANKNET পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডির পরিমাণ আগে থেকেই সম্পত্তি আইডির সাথে জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

৬. **পরিদর্শনের তারিখ – ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা **৫০,০০,০০০/- টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ০৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অংশীজন সম্মেলনের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই: ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া (ডিএফসিসিআইএল) হ্যাবিটাট সেন্টারে প্রস্তাবিত পূর্ব-পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডরের অর্থায়ন ও নির্মাণ সংক্রান্ত একটি স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে ডেভেলপার, জমির মালিক, বিনিয়োগকারী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সম্ভাব্য দরদাতারা একত্রিত হন, এর উদ্দেশ্য ছিল অংশীজনদের সাথে আলোচনার সুযোগ তৈরি করা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাঠামো ও অর্থায়নের সম্ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করা। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন ডিএফসিসিআইএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রবীণ কুমার, রেলওয়ে বোর্ডের প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অবকাঠামো) শ্যামসুন্দর গুপ্তা, ডিএফসিসিআইএলের ডিরেক্টর (অর্থ) বি মুগুনথন এবং রেলওয়ে বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অর্থ/আরএম ও পিপিপি) রাহুল কপুর। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট) অজয় কুমার এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অর্থ) সঞ্জীব গুপ্তার আহ্বানে আয়োজিত এই সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর (অপারেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট) শ্রী শোভিত ভাটনগর, ডিরেক্টর (অবকাঠামো) শ্রী অনুরাগ শর্মা; ডিরেক্টর (প্রজেক্ট প্ল্যানিং) পবন কে রাই এবং ডিএফসিসিআইএলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আলোচনায়

হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেলের আওতায় ইডব্লিউডিএফসির অর্থায়ন কাঠামো, নির্মাণ কৌশল, অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং বাস্তবায়নের রূপরেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই মতবিনিময়মূলক অধিবেশনটি অংশীজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানা, মূল্যবান মতামত আদান-প্রদান এবং ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের ফ্রেইট করিডর সময়মতো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা জোরদার করার একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। সম্মেলনটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশীজনদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়, এদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় অবকাঠামো ডেভেলপার, ইপিসি ঠিকাদার, লজিস্টিকস ও বন্দর পরিচালনাকারী সংস্থা, রোলিং স্টক ও রেল প্রযুক্তি কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুপাক্ষিক সংস্থা, অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগকারী, রেটিং এজেন্সি এবং পরামর্শকগণ। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল লারসেন অ্যান্ড টুব্রো, আফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার, টাটা প্রজেক্টস, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, রাইটস লিমিটেড, জিআর ইনফ্রা প্রজেক্টস, অশোকা বিল্ডকন, মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, কল্পতরু প্রজেক্টস ইন্টারন্যাশনাল, কেইসি ইন্টারন্যাশনাল, জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস, দীনেশচন্দ্র আর. আগরওয়াল ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড, জিএমআর গ্রুপ এবং হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ। এছাড়া লজিস্টিকস ও পণ্য পরিবহন খাতের প্রতিনিধিরাও, যেমন কন্টেইনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, আদানি রোড ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড এবং ডিপি ওয়ার্ল্ড, এই আলোচনা প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। সম্মেলনে অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগকারী এবং পরামর্শক সংস্থাগুলোও উপস্থিত ছিল, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, সিডিপিকিউ ইন্ডিয়া, মরগান স্ট্যানলি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইওয়াই, পিডব্লিউসি, সিমেন্স ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, আইসিআরএ, কেয়ার রেটিংস, ক্রিসিল এবং ইন্ডিয়া রেটিংস অ্যান্ড রিসার্চ।

মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: রাজধানী দিল্লিতে চলছে বর্ষার বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টিতে দিল্লির নানা স্থান জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আবার দিল্লির ইস্ট অফ কৈলাশ এলাকায় প্রধান সড়কের ওপর একটি বড় গাছ উপড়ে পড়ে। এর ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের ফলে সঙ্গম বিহারের শনি বাজার রাস্তায় জল জমেছে। বুরারি এলাকায় জলমগ্ন। দিল্লিতে টানা বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় তাপমাত্রাও অনেকটাই কমেছে। শুধু দিল্লি নয়, বৃষ্টি হচ্ছে উত্তর প্রদেশেও। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ, শামলি, প্রতাপগড়ে। বুধবার সকাল থেকে থেমে থেমে হওয়া বৃষ্টির ফলে গাজিয়াবাদের বিজয় নগর আন্ডারপাসে জল জমে গিয়েছে। যার ফলে বিজয় নগরের দিকে যাতায়াতকারী যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। ভারী বর্ষণের ফলে ইন্দিরাপুরম এলাকায় জল জমে গিয়েছে। রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

রামমন্দিরের অনুদান বিতর্কে ভাইরাল গান, ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া

অযোধ্যা, ৯ জুলাই: রামমন্দিরের অনুদান (চাঁদা) ও দানের অর্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে একটি গান সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়েছে। রামভক্তদের একাংশের দাবি, গানটি তাঁদের অবস্থানকে তুলে ধরছে এবং ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছে। গানের কথায় বলা হয়েছে, 'মন্দিরও আমাদের, দানও আমাদের, তোমাদের উদ্দেশ্য আমরা বুঝে গিয়েছি। চাঁদা সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব রামভক্তরাই দেবেন, এতে রামদ্রোহীদের কী কাজ?' এই বার্তাকে কেন্দ্র করেই গানটি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গানটিতে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কড়া রাজনৈতিক আক্রমণ করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, যাঁরা একসময় রামজন্মভূমি আন্দোলন, ভগবান রামের অস্তিত্ব এবং রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁরাই এখন মন্দিরের অনুদানকে ইস্যু করছেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই গানে বলা হয়েছে, রামমন্দিরের অনুদান এবং তা-সংক্রান্ত বিষয়ের জবাব রামভক্তরাই দেবেন। গানে বিরোধীদের 'রামদ্রোহী' বলে উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে, এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলার নৈতিক অধিকার তাঁদের নেই। পাশাপাশি রামজন্মভূমি আন্দোলন, আদালতে দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং মন্দির নির্মাণের সংগ্রামের কথাও গানের কথায় উঠে এসেছে। গানটির মাধ্যমে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যাঁরা একসময় রামকে কাল্পনিক বলে দাবি করেছিলেন এবং তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের এখন রামমন্দিরের অনুদান নিয়ে প্রশ্ন তোলার নৈতিক অধিকার কীভাবে থাকে? রামভক্ত মণীশ শুক্লের দাবি, এই গান বিরোধীদের অভিযোগের যথাযথ জবাব। অন্যদিকে সমালোচকদের একাংশের মতে, গানটি রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টা। গানটি ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে দু'পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রবীণ সাংবাদিক সিয়ারাম পাণ্ডের মতে, অযোধ্যার শ্রীরামমন্দিরে যা কিছু ঘটেছে, তা দুঃখজনক এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। তবে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অযোধ্যা, শ্রীরামমন্দির বা ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ করাও সমীচীন নয়। তাঁর বক্তব্য, রামমন্দির-সংক্রান্ত বিষয় বরাবরই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। তাই এই গানকে সামাজিক মাধ্যমে একটি নতুন রাজনৈতিক বয়ান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

ইরানে ফের হামলা শুরু আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৯ জুলাই: নতুন করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পশ্চিম এশিয়া। বুধবার মধ্যরাতে ইরানে নতুন করে হামলা চালায় আমেরিকা। হরমুজ প্রণালীর কাছে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার প্রত্যাঘাত শুরু করে মার্কিন বাহিনী। সে দেশের উপসাগরীয় উপকূলের কাছাকাছি দক্ষিণাঞ্চলীয় দু'টি এলাকা বন্দর আব্বাস এবং সিরিকে বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে। বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে কোনারাক এবং চাবাহার এলাকার কাছেও। ইরানে নতুন করে হামলা চালানোর বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'আমরা তাদের ওপর ২০ গুণ বেশি শক্তিশালী আঘাত হেনেছি। প্রতিবার তারা আমাদের ওপর আঘাত করলে আমরা তাদের ওপর ২০টি আঘাত হানব। গত রাতের ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবেই এটি করা হয়েছে। আসলে তারা দু'টি নয়, তিনটি বোটে আঘাত করেছিল। যখন তারা আঘাত করে, আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ভাবে পালটা আঘাত করি।' ইরানে হামলার স্বপক্ষে আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal,
Dist- South 24 Parganas

Memo No. 113/DGP **Date- 09/07/2026**

On behalf of Dhablat Gram Panchayat of sagar block under south 24 parganas dist. invites bids throuth open e-tender process for the vide **NIT No. 112/ DGP OF** 15th CFCG utied Under Dhablat Gram Panchayat Dated- 09-07-2026
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur
Quotation Notice

Quotation are here by invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NIQ No.- 01/SWM/26-27, Date- 09/07/2026 & NIQ No.- 03/Furniture/2026-2027, Date- 09/07/2026. Others details can be seen from the https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in

Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Laying for 40mm Dia PVC Pipe Line from Bardhman Misthanno Bhandar to Central Store Slum, Benechity Ward No.- 17, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-220/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016555_1 • Estimated Amount : 1,53,070/-
Last Date : 18th July 2026, 05:00 pm

2) Name of the Work: Construction of new Drain at Sukantapally (W), Dhandabad Ward- 16, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-09/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016559_1 • Estimated Amount : 56,104/-
Last Date : 18th July 2026, 05:00 pm

3) Name of the Work: Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED Fittings LT/OH Un-Armoured Cable Street at Santiban Park beside Ishayu Apartment under Ward No.- 30 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-134/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016571_1 • Estimated Amount : 1,36,227.00/-
Last Date : 18th July 2026, 05:00 pm

4) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings, U/G Cable & Steel Tubular Pole at Vidyasagar Pally Pipe Para under Ward No.- 41 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-137/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016597_1 • Estimated Amount : 1,34,629.00/-
Last Date : 18th July 2026, 05:00 pm

5) Name of the Work: Change of Faulty Cable & Replacement of Damage Pole Box for Street Light at the Main Road near Raghunathpur Village, Shyam Ferro Truck Terminus, Nayek Bandh Grill Shop and other places within Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-138/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016577_1 • Estimated Amount : 2,18,687.00/-
Last Date : 18th July 2026, 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

খড়গপুর ডিভিসনে ক্যাটারিং ইউনিটের চুক্তিস্বত্বের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-টেন্ডার নোটিস নং কেজিপি/সিএটিজি/২০২৬ তারিখ ০৮.০৭.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক ● ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনের ঝাড়গ্রাম (১টি), বীরশিবপুর (১টি), মৌরীগ্রাম (১টি), মেচেদা (২টি), উলুবেড়িয়া (১টি), সাঁতরাগাছি (৩টি) এবং শালিমার (৩টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করতে **ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৬-০২, নিলামের তারিখ ঃ ২৯.০৭.২০২৬, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে সকাল ১১টা এবং দুপুর ১টা ২০ মিনিটের** মাধ্যমে ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। ● ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনের চাকুলিয়া (১টি), মারকোনা (২টি), রূপসা (১টি), হলদিপদা (১টি), খন্তাপাড়া (২টি), বেতনটী (১টি), দেশপ্রাণ (২টি), ধলভূমগড় (১টি), বাহানগা বাজার (২টি), কোকপাড়া (১টি), গিধনি (১টি), রামনগর বেঙ্গল (২টি), বেনাপুর (১টি), গালুডি (১টি), ভঞ্জপুর (১টি), বারিপদা (১টি), নন্দকুমার (২টি), ঘাটশিলা (১টি), নারায়ণগড় (১টি), বাখরাবাদ (১টি), রানীতাল (২টি), লক্ষণনাথ রোড (১টি), রাখা মাইনস (১টি), বস্তা (১টি), জলেশ্বর (২টি) এবং অমর্দা রোড (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করতে **ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৬-এ-২, নিলামের তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৬, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে সকাল ১০টা এবং বিকেল ৪টের** মাধ্যমে ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। ● ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য খড়গপুর ডিভিসনের ঠাকুরতোটা (১টি), রাজালুকা (১টি), কুচেই (১টি), জুগপুরা (১টি), বুঢ়ামরা (১টি), সাঁতরাগাছি (১টি), রূপসা (১টি), জামশোল (১টি), বাদলপুর (১টি), কৃষ্ণচন্দ্রপুর (১টি), টিকরা (১টি), কানিমহুলি (১টি), শহীদ মাতঙ্গিনী (১টি), দাঁতন (১টি), নেকুরসেনি (১টি), আশাপূর্ণা দেবী (১টি), জলেশ্বর (১টি), খাটকুরা (১টি), হেঁড়িয়া (১টি), শীতলপুর বেঙ্গল (১টি), জোগল (১টি), নাচিন্দা (১টি), বন্দর (১টি), বাংরিপোষী (১টি), লবণ সত্যাগ্রহ স্মারক (১টি), সোরো (১টি), সতীশ সামন্ত (১টি), সুজলপুর (১টি), ডুঁয়া (১টি) এবং নুয়াগাঁ ময়ূরভঞ্জ রোড (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা করতে **ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৬-বি-৩, নিলামের তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৬, নিলাম শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে সকাল ১০টা এবং বিকেল ৩টে ২০ মিনিটের** মাধ্যমে ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সংস্থা/ক্যাটারিং ঠিকাদারদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বিষয়ক বিশদ এবং এই সংক্রান্ত তথ্যাদি পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

(PR-450) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

TENDER
Sealed Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIT No- KGP-II/80, KGP-II/81 & KGP-II/82, (Fund 15th CFC), Last date of application 17.07.2025 up to 5p.m.** For details please contract to the office.
Sd/- Prodhan,
Karimpur-II Gram Panchayat.

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
TENDER NOTICE
E-bid is invited by SBSTC for selection of Daily Maintenance contractor for maintenance and repair of buses for Berhampur depot of SBSTC vide e-tender No. SBSTC/E-TND- 2nd Call for daily maintenance of buses/DDW/586/SBSTC/2026 dated- 09.07.2026.
The bid closing day in 25.07.2026 at 11.00 A.M. **For details visit:** www.wbtenders.co.in & https://www.sbstc.co.in.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT, Section-6.5
NIT No: 003/ADHGP/2026-27
Dated: 07.07.2026
Published Date: 08.07.2026
No. of work - 02
NIT No: 004/ADHGP/2026-27
Dated: 07.07.2026
Published Date: 08.07.2026
No. of work - 05
NIT No: 005/ADHGP/2026-27
Dated: 07.07.2026
Published Date: 08.07.2026
No. of work - 05
Document download start date: From **08.07.2026, 9.00A.M. (or as per e-Tender site).** Bid submission start day: On **08.07.2026, 9.00 A,M, (or as per e-Tender site).** Bid submission closing day: **On 14.07.2026 up to 3.00 P.M (or as per e-Tender site).** Bid opening date & time: The e-Tenders will be opened **On 17.07.2026 (after 12.00 P.M)** OR on any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place-ADHATA GP
Sd/- **Prodhan**
Adhata Gram Panchayat

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৬ (২)-এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতিকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক যা ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিকিউরড পাওনাদারের বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ১৩.০৮.২০২৬ তারিখে সকাল **১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত 'যেখানে যেমন আছে', "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির জন্য উদ্দিষ্ট সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা ও শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ/বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) রিজার্ভ মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**পার্থ প্রধান** ঠিকানা- ১) প্রযত্নে উত্তম প্রধান, ২এ, ২য় ফ্লোর, মৌচাক অ্যাপার্টমেন্ট, এনপি ৪/১৯, নেতাজি পল্লী, সারদা আশ্রমের কাছে, জ্যাংড়া, অশ্বিনীনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৯। ২) ফ্ল্যাট নং ২ই, ২য় ফ্লোর, আশা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, জগতপুর বাজার, পোঃ - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৯। **শ্রীমতী মালা সাহা** ঠিকানা- ১) প্রযত্নে উত্তম প্রধান, ২এ, ২য় ফ্লোর, মৌচাক অ্যাপার্টমেন্ট, এনপি ৪/১৯, নেতাজি পল্লী, সারদা আশ্রমের কাছে, জ্যাংড়া, অশ্বিনীনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৯। ২) ফ্ল্যাট নং ২ই, ২য় ফ্লোর, আশা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, জগতপুর বাজার, পোঃ - অশ্বিনীনগর, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১৫৯। **শাখা: বি.কে. পাল এভিনিউ**	**সিইআরএসএআই আইডি- ২০০০৭৬১২৬৭৪৯ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০৭৪৬৩৮৬২৫** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক (লিফট সুবিধা সহ মার্বেল ফ্লোরিং) ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট কমবেশি, যার মধ্যে রয়েছে ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ব্যালকনি যা ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জি + ৫তলা বিশিষ্ট ভবনে অবস্থিত, যার নাম আশা অ্যাপার্টমেন্ট, এর সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত, অচিহ্নিত এবং অবিভাজ্য জমির অংশ, ০৬ কাঠা, ১২ ছটাক এবং ০৫ বর্গফুটের বাস্তু জমির উপর অবস্থিত, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, পোঃ - অশ্বিনীনগর, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০১৫৯, **জেলা:** উত্তর ২৪ পরগণা বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, যার **চৌহদ্দী: উত্তরে:** শ্রী কালিদাস হীরার জমি দ্বারা; **দক্ষিণে:** শ্রী কালিদাস হীরার জমি দ্বারা; **পূর্বে:** ভোলা পালের জমি দ্বারা; পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রী পার্থ প্রধান এবং শ্রীমতী মালা সাহার নামে রয়েছে।**	ক) প্রতীকী দখল খ) জানা নেই গ) ১৭,৩২,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৭৩,২০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০.০০ টাকা চ) IDIB07603112767 ছ) ১৬,১৪,৩৯৭/- টাকা (ষোলো লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) এর সাথে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।

পরিদর্শনের তারিখ : ০৬.০৮.২০২৬ থেকে ১২.০৮.২০২৬, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৮.২০২৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https://www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https:// //baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের বিবরণ: ৯১২৩৮ ৭৪৬৮৯

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৩.০৭.২০২৬, স্থান: কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-IV-A [রুল ৮(৬) -এর শর্তাবলী দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল, প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এই সম্পত্তিগুলি **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়", "যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না (ইএমডি) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	১. জনাব আসলাম রাজা ২. মিসেস নাজিয়া হাসান শাখা : খড়গপুর	**আসলাম রাজা,** পিতা- মৃত আফসার হোসেন, সি. এস. খতিয়ান নং ৩৩, আর. এস. খতিয়ান নং ২৯৩, সি. এস. প্লট নং ৭৩, আর. এস. প্লট নং ১৫১১, মৌজা- পাঁচবেড়িয়া মিলিক, বি. এল. এবং এল. আর. ও. সার্কেল -১, খজ্ঞাপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পৌরসভা খজ্ঞাপুর, ওয়ার্ড নং ০২, নতুন ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ৭৮/৭২, জে. এল. নং ২৩৩, (ভবনের ২য় ফ্লোর)। টাইটেল ডিড নং I/৭৮৫৭/২০১২, ১.৮৭ শতক, সাধারণ গেট ব্যতীত (প্রতীকী দখলের অধীনে), ভবনের ২য় তলায় সুপার বিল্ট এরিয়া ২০৪০ বর্গফুট, আচ্ছাদিত এলাকা ১৭০০ বর্গফুট সহ উক্ত তলার সিঁড়ির আনুপাতিক আচ্ছাদিত এলাকা এবং ০৫.৬৩ শতক বাস্তু জমির আনুপাতিক ১/৩ অংশ অর্থাৎ ০১.৮৭ শতক সাধারণ গেট/দরজা ব্যতীত, সুপার বিল্ট এরিয়া ২০৪০ বর্গফুট, সিমেন্ট করা মেঝে, ৪০ বছরের পুরানো, আবাসিক ব্যবহার। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK1307ASLAM**	ক) ০৪.০৩.২০২৪ খ) ৪১,২৬,৪২৮.০০ টাকা গ) ১৫.০৬.২০২৪ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা
২.	১. শ্রী বাদল পাল ২. শ্রী নপন পাল শাখা :: কাঁথি	গিফট ডিড নং ৮৩৯/১৩ তারিখ ৩০.০১.২০১৩ মৌজা- দরিয়াপুর, জে. এল. নং ৫১২, এল. আর. খতিয়ান নং ৫৩৮, প্লট নং ২২৩, ২২৪, ২২৬, হাল এল. আর. খতিয়ান নং ৫৬১, **শ্রীমতী সন্ধ্যারানী পাল,** স্বামী- জনাব বাদল পাল, মৌজা দরিয়াপুর, জে. এল. নং ৫১২, থানা কাঁথি, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪৪২ (পশ্চিমবঙ্গ), বাস্তু-৩.৮৬০ শতক। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK3426BADAL**	ক) ০৪.১২.২০২১ খ) ৭,৬০,২৩৭.৯২ টাকা গ) ১০.০২.২০২৩ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ১০,০৪,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ১,০০,৪০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	ঋণগ্রহীতা : মেসার্স পূজা বেকারি স্বত্বাধিকারী : মৃত গণেশ চন্দ্র দাস মৃত গণেশ চন্দ্র দাসের আইনি উত্তরাধিকারী ১. শ্রীমতী ঝর্ণা দাস স্বামী- মৃত গণেশ চন্দ্র দাস ২. বিশ্বজিৎ দাস, পিতা- মৃত গণেশ চন্দ্র দাস ৩. শ্রীমতী দিয়া দাস, কন্যা- মৃত গণেশ চন্দ্র দাস ৪. শ্রীমতী উমা দাস, কন্যা- মৃত গণেশ চন্দ্র দাস গ্যারান্টার : শ্রী প্রলয় কুমার মন্ডল শাখা : বিভাসা	বিক্রয় দলিল নং I-৮৮১ অফ ২০০৩ তারিখ ২৯.০৭.২০০৩, ৮.৫০ শতক, মৌজা ললিতাশোল, জে. এল. নং ৫৬৩, আর. এস. খতিয়ান নং ২৩০, এল. আর. খতিয়ান নং ১৪১/২, এল. আর. প্লট নং ১১৪/৬৫১, থানা ঝাড়গ্রাম, জেলা ঝাড়গ্রাম, বাস্তু। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK2869GANESH**	ক) ১৮.০৫.২০২২ খ) ১০,৯০,২৯৪.০০ টাকা গ) ০৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ১১,৪৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ১,১৪,৮০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	মেসার্স সিসকন টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড ১. স্বত্বাধিকারী : শ্রী স্বপন কুমার পারিয়া ২. শ্রীমতী নির্মলা বালা পারিয়া শাখা : খড়গপুর	**শ্রী স্বপন কুমার পারিয়া এবং গ্যারান্টার শ্রীমতী নির্মলা বালা পারিয়া** ইক্যুইটেবল মর্টগেজ অফ ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আন্ডার টাইটেল ডিড নং I-৮৪৩৬ মৌজা রাজগ্রাম, জে. এল. নং ১৯৬, আর. এস. নং ১৬৫ খতিয়ান নং ৫৫২/৬৮৫, এল. আর. নং ১৯৪ এবং ডিড নং I-১৮৪৭০, মৌজা- রাজগ্রাম, জে. এল. নং ১৯৬, আর. এস. নং ১৩৫, খতিয়ান নং ৫৫২/৬৩৫, এল. আর. নং ২৫ উভয়ই খড়গপুর, জেলা- মেদিনীপুর (পশ্চিম) এ অবস্থিত, মোট আয়তন যথাক্রমে ১১ শতক এবং ৮ শতক। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK1307SISCON**	ক) ১৩.০১.২০১০ খ) ৪২,১৯,০১৯.১২ টাকা গ) ২০.০১.২০১৩ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ৬৭,৬৪,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৬,৭৬,৪০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা
৫.	১. শ্রী তাপস কুমার জানা ২. চন্দন কুমার মান্না শাখা : কাঁথি	**শ্রী তাপস জানা,** এল. আর. খতিয়ান নং ৩৪৫, জে. এল. নং ৫৮২, দাগ নং ৪৭৯, ৪৮০, তালুকা-কাঁথি-II, পূর্ব মেদিনীপুর, আয়তন-১০ শতক। **সম্পত্তি আইডি : CBINBANK3426TAPAS**	ক) ০৭.০৬.২০১৮ খ) ৫,৬৬,৪৮৫.০০ টাকা গ) ১৮.০২.২০১৯ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আর.পি. : ১১,৫৯,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ১,১৫,৯০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	৬ আগস্ট, ২০২৬ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা	০১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা	১০ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৪:০০ টা	১০ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট https://baanknet.com/ ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল- পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং +৯১ ৮২৯১২ ২ ০২২০, ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com।
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য- ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: বিডার / ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>= ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল :
আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া
ই-মেইল আইডি : recvbankro@centralbank.bank.in, মোবাইল নং ৭৭৮৭৯৬৪৭৪৬
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

‘আতঙ্ক’ এক ভিন্নধর্মী সামাজিক সংযোজন

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

একটা মহিলা যখন মনস্তাত্ত্বিক রোগের শিকার হয় তখন তার ভেতরে কেমন টানাপোড়েন হয় সারাক্ষণ হয়তো সে ভাবতে থাকে এই বুঝি তার মনের ভেতরে অন্ধকার টাকে কেউ হয়তো টেনে বার করে দেবে। বার করে আনবে তার অতীত। যে অতীত থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে জীবনের এতগুলো দিন ধরে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে খুব জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনই একজন নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি হৈচৈ ও টি টি প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে ‘আতঙ্ক’ নামে একটি সোশ্যাল ড্রামা। এই ড্রামার পরিচালক সুমন দাস। এই সোশ্যাল ড্রামার প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছে সৌমিতৃষা কুন্ডু এবং অভিষেক বসুকে। গল্পটির বার্তা বেশ শক্তিশালী যা সমাজের বাস্তব চিত্রকে, বাস্তব আবর্জনা কে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয় যে আবর্জনা সমাজটাকে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছে । এটিকে একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার বলা যেতে পারে। শৈশবের ট্রমা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েন এবং পরিবারের ভেতরের অন্ধকার দিক নিয়ে এর গল্প। পূর্বা রোজ মর্নিং ওয়াকে যায় এবং সেখানেই তাকে একটি ছেলে পছন্দ করে। ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।। পূর্বা শৈশবের কিছু ঘটনার জন্য রাজি হতে না চাইলেও পরে বাবা-মার কথায় রাজি হয়। বিয়ের পর জানতে পারে তার স্বামীর জ্যাঠামশাই সেই ব্যক্তি যার দ্বারা যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছিল পূর্বা।। মেয়েটি তার অতীত ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে চাইলেও, স্বামীরর জেঠুর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনে তার জীবন আবার ওলটপালট হয়ে যায়। সৌমিতৃষা এই ধারাবাহিকে যেন আগের থেকে অনেক পরিণত। অভিষেক বসুকে যথেষ্ট ভালো লাগছে তবে তার থেকে অভিনয়ের দিক থেকে আরেকটু বেশি আশা করা যায়। খলনায়ক সুব্রত দত্তের অভিনয় যথেষ্ট নজর কারা। চরিত্রকে কিভাবে ভেঙে ভেঙে অভিনয় করতে হয় সে বিষয়টা তার নখদর্পণে।সিরিজটিতে সৌমিতৃষার অভিনয় ও সুব্রত দত্তের ‘প্রেডেটর’ বা ভিলেন হিসেবে উপস্থিতি বেশ প্রশংসিত হয়েছে। পুরো গল্পে টানটান উত্তেজনা ও দর্শকদের ভাবনার জায়গা তৈরি করতে পারলেও, বেশ কিছু জায়গায় চিত্রনাট্য একটু ধীরগতির। রহস্য ঠিকমতো তৈরি হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবে পরিচালক সুমন দাসের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বুনন উচ্চতর না হলেও মন্দ নয়। এই সোশ্যাল ড্রামার বেশ কয়েকটা ইতিবাচক এবং পাশাপাশি নেতিবাচক দিক রয়েছে যেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিবাচক দিক হিসেবে প্রথমেই উঠে আসে গল্পটির প্লট যেটি ভীষণ শক্তিশালী এবং একটি সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, আবহ সংগীত যথেষ্ট গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেটা এই নাটকটি দেখার একটি আগ্রহ তৈরি করতে পারে। নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম উঠে আসে অভিনয়ে সকলের মোটামুটি ।সেই মানের নয়। সিনেমাটোগ্রাফি সেই রকমের জমজমাট করে তৈরি হতে এখানে অক্ষম হয়েছে যার ফলে খুব একটা সুসজ্জিত হয়ে উঠতে পারেনি দৃশ্যগুলি। সব মিলিয়ে, সামাজিক ট্যাবু ও সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে তৈরি এই সিরিজটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একটি ভিন্নধর্মী সংযোজন। ২৪ শে জুন প্রথম ছটি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে এবং তারপর প্রতি বুধবার নিয়মিত সম্প্রচারিত হচ্ছে এই সোশ্যাল ড্রামা।

নতুন দাদাগিরি

নিয়ে শোরগোল তুঙ্গে

একদিন প্রতিবেদন

গত রবিবার ৫ই জুলাই জি বাংলার পর্দায় সম্প্রচারিত হয়েছে দাদাগিরি সিজন ইলেভেনের প্রথম শো। এই শো এর নতুন পরিচালক অভিজিৎ সেন। শো টির নতুন ট্যাগলাইন ‘দাদাগিরি না করেও দাদাগিরি করা যায়’। ঐ দিন শোতে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তিরা যারা হলেন গায়ক শান, ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী, টলিউড ইন্ডাস্ট্রির চিরসবুজ অ্যাক্টর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, লেডি সুপারস্টার শুভশ্রী গাঙ্গুলী, এবং সম্প্রতি দিদি নাম্বার ওয়ান এর নতুন সঞ্চালিকা অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখে াপাধ্যায়। নতুন দাদা হিসেবে দেব কে যথেষ্ট ভালো লাগছে। তার এক্সপ্রেশন এবং পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। নতুন বাংলার নতুন দাদা হিসেবে দেব যথেষ্ট মানানসই তবে তার বাংলা কথার উচ্চারণ আরেকটু স্পষ্ট হলে ভালো হতো। দাদাগিরির এই সিজনের নতুন আকর্ষণ হল এআই যেটা খুবই মজার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে শো চলাকালীন। এ আইয়ের কণ্ঠের

নেপথ্যে রয়েছে অরিত্র দত্ত বনিক।সময়ের সাথে সাথে দাদাগিরির থিম সংটি ও বদলেছে এবং নতুন দাদাগিরির গানটি যথেষ্ট শ্রুতি মধুর ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। গানটি গেয়েছেন ঈশান মিত্র। সবমিলিয়ে নতুন বঙ্গের নতুন দাদাগিরি আগামী দিনে একটি জমজমাট রিয়েলিটি শো হতে চলেছে।

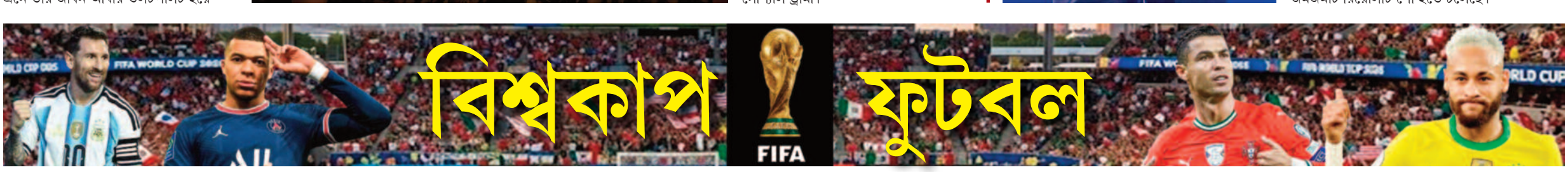

চোখে জল, মুখে ‘পর্তুগাল চিরকাল’, বিশ্বকাপ শেষে রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ ঘিরে বাড়ছে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্পেনের কাছে শেষ ১৬-এ হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়েছে পর্তুগালের। ম্যাচের আগেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ঘোষণা করেছিলেন, এটিই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। বিদায়বেলায় চোখে জল নিয়ে মাঠ ছাড়লেও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি তিনি। বরং সামাজিক মাধ্যমে দলের একটি ছবি দিয়ে লিখে ছেন, ‘পর্তুগাল চিরকাল’, যা ঘিরে নতুন করে আলোচনায় মেতেছে ফুটবল বিশ্ব। শেষ মুহূর্তে মিকেল মেরিনোর গোলে হারের ম্যাচে রোনাল্ডো এবং ব্রুনো ফার্নান্দেজ একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডো জানান, বিশ্বকাপে আর খেলবেন না ঠিকই, তবে পর্তুগালের জার্সি নিয়ে আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না। ২০০৬ সালে বিশ্বকাপে অভিষেকের পর রোনাল্ডোর নেতৃত্বে পর্তুগাল চতুর্থ স্থান পায়। এরপর ২০১০ ও ২০১৮ সালে শেষ ১৬, ২০১৪ সালে গ্রুপ পর্ব এবং ২০২২ সালে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছয় দল। তবে সেই আসরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতান লিওনেল মেসি, যা দুই মহাতারকার তুলনার আলোচনাকে আরও উসকে দেয়। বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর পরিসংখ্যান ২৭ ম্যাচে ১১ গোল। চলতি আসরে ৫ ম্যাচে ৩ গোল করলেও শেষ ম্যাচে ১৭টি শট নিয়েও সতীর্থদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করতে পারেননি, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তবে এই আসরেই নিজের দীর্ঘ কেরিয়ারের আরও কয়েকটি সোনালি অধ্যায় লিখেছেন তিনি। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ২-১ জয়ের ম্যাচে ৪১ বছর পেরিয়ে নকআউট ম্যাচ খেলা প্রথম ফুটবলার হন রোনাল্ডো। একই ম্যাচে লুকা মদরিচের বিপক্ষে খে লেন, যা বিশ্বকাপে ৪০ বছরের বেশি বয়সি ২ জন মাঠের ফুটবলারের প্রথম লড়াই। ৪১ বছর ১৪৭ দিন বয়সে গোল করে নকআউটের সবচেয়ে প্রবীণ গোলদাতার রেকর্ডও গড়েন তিনি। এটিই ছিল বিশ্বকাপের নকআউটে তাঁর প্রথম গোল। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ে ব্যর্থ হলেও উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫-০ জয়ে ২ গোল করেন রোনাল্ডো। নুনো মেন্দেস, রাফায়েল লেয়াও গোল করেন এবং উজবেকিস্তানের গোলরক্ষক আব্দুভোহিদ নেমাতভ একটি আত্মঘাতী গোল করেন। ফাবিও কান্নাভারোর দলের বিরুদ্ধে সেই জোড়া গোলে বিশ্বকাপে পর্তুগালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন রোনাল্ডো। ১০ গোল নিয়ে ছাড়িয়ে যান ১৯৬৫ সালের ব্যালন ডি’অরজয়ী ইউসেবিওর ৯ গোলের রেকর্ড। তালিকায় ৪ গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন পাওলেতা। পাশাপাশি ৬টি আলাদা বিশ্বকাপে গোল করা প্রথম ফুটবলারও তিনি। যদিও গ্রুপ পর্ব শেষ হয় কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র দিয়ে।

নেইমারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বাবার বার্তায় অবসরের জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার পর ফুটবল ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড়িয়ে নেইমার। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমের দাবি, সান্তোস কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিছুদিনের ছুটি দিয়েছে, যাতে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সুযোগ পান। ক্লাবের সঙ্গে নেইমারের চুক্তির এখনও ৬ মাস বাকি থাকলেও, আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণার পর তিনি ক্লাব ফুটবলও ছেড়ে দেবেন কি না, তা নিয়ে জোরাল জল্পনা শুরু হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ছুটি শেষে নেইমারের কাছ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত পেলেই তাঁর এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে সান্তোস। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন ৩৪ বছর বয়সি এই তারকা। অন্তত ১০ দিনের বিশ্রামে থাকবেন তিনি। গত রবিবার নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে নরওয়ের কাছে ১-২ গোলে হেরে বিশ্বকাপের শেষ ১৬ থেকেই বিদায় নেয় ব্রাজিল। ১৯৯০ সালের পর এটাই বিশ্বকাপে তাদের সবচেয়ে দ্রুত বিদায়।

ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে নেইমার বলেন, ‘আমি চেষ্টা করেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। এবার সব শেষ। এখানেই শুরু করেছিলাম, এখানেই শেষ করলাম।’ ২০১০ সালে একই মাঠে ব্রাজিলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন নেইমারের বাবা। তিনি লিখেছেন, ‘বাবা হিসেবে আমার একটাই অনুরোধ, ফুটবল খেলা চালিয়ে যাও। আবার পায়ে বল নিয়ে আনন্দ খুঁজে নাও। আবার মাঠে হাসো।’ ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফেরার পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৩টি ম্যাচ খেলেছেন নেইমার। চোটের সমস্যায় দীর্ঘদিন ভোগা এই ফরোয়ার্ডকে প্রায় ৩ বছরের আন্তর্জাতিক বিরতির পর গত মে মাসে বিশ্বকাপ দলে নিয়েছিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। বিশ্বকাপে বদলি হিসেবে ২ ম্যাচ খে লেন তিনি। নরওয়ের বিপক্ষে শেষ দিকে একটি পেনাল্টি গোলও করেছিলেন নেইমার।

বিশ্বকাপের নকআউটে টিকিটের বাজারে ধস, মেসির আর্জেন্টিনার দিকেই তাকিয়ে সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব ঘিরে সাধারণত টিকিটের জন্য হাহাকার দেখা যায়। কিন্তু এবার চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। প্রতিযোগিতা যত শেষের দিকে এগোচ্ছে, ততই বেশ কয়েকটি ম্যাচের টিকিটের দাম অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাচ্ছে। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশের মতে, আয়োজক দেশের বিদায় এবং একাধিক তারকা ফুটবলারের দল ছিটকে যাওয়াই এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ। এখন অনেকেরই বিশ্বাস, লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা যতদিন টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে, ততদিনই গ্যালারির উন্মাদনা ও টিকিটের চাহিদা আবার বাড়তে পারে।

টিকিট বিক্রির বাজারে দেখা যাচ্ছে, কোয়ার্টার ফাইনালের বহু ম্যাচে সর্বনিম্ন টিকিটের দাম কয়েক দিনের ব্যবধানে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। উদাহরণ হিসেবে স্পেন-বেলজিয়াম ম্যাচের কথা বলা যায়। যে টিকিটের দাম একসময় প্রায় তিন হাজার ডলারের কাছাকাছি ছিল, তা নেমে এসেছে অনেকটাই। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারত, তবে স্থানীয় সমর্থকদের চাহিদায় দাম আরও অনেক বেশি থাকত।

একইভাবে পর্তুগালের বিদায়ও বাজারে বড় প্রভাব ফেলেছে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ায় সম্ভাব্য হাই-প্রোফাইল ম্যাচ আর হয়নি। রোনাল্ডোর উপস্থিতি থাকলে যে বিপুল সংখ্যক দর্শক মাঠমুখী হতেন, সে বিষয়ে কারও সংশয় নেই। ফলে টিকিটের চাহিদা কমে যাওয়া স্বাভাবিক।

ফ্রান্স ও মরক্কোর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের ক্ষেত্রেও তুলনামূলক কম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। যদিও দুই দলই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে শেষ আটে পৌঁছেছে, তবু তারকাখচিত লড়াইয়ের অভাব এবং নিরপেক্ষ দর্শকদের তুলনামূলক কম উৎসাহ টিকিটের দামে প্রভাব ফেলেছে।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচগুলিতেও দামের ওঠানামা লক্ষ করা গিয়েছিল। দলটি নকআউট পর্বে জায়গা করে নেওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য টিকিটের মূল্য বেড়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দলের বিদায় এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় দাম দ্রুত নেমে আসে। এতে পরিষ্কার, মাঠে কোন দল খেলছে এবং কোন তারকা ফুটবলার উপস্থিত আছেন;এই দু’টি বিষয়ই টিকিটের বাজার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কানাডা ও ব্রাজিলের বিদায়ও পরিস্থিতিকে আরও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে নেইমার ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ব্রাজিল ছিটকে যাওয়ায় নিরপেক্ষ সমর্থকদের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। বিশ্বকাপের শেষ পর্যায়ে বড় নামের দল ও খেলোয়াড়দের উপস্থিতি দর্শকদের আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ, আর তাদের অনুপস্থিতিতেই এবার টিকিটের বাজারে মন্দা দেখা দিচ্ছে।

সব মিলিয়ে, ২০২৬ বিশ্বকাপ দেখিয়ে দিল যে কেবল নকআউট পর্বে পৌঁছনোই টিকিটের চাহিদা বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

আয়োজক দেশের সাফল্য, জনপ্রিয় তারকাদের উপস্থিতি এবং সম্ভাব্য হাই-ভোল্টেজ ম্যাচই শেষ পর্যন্ত বাজারের গতিপথ নির্ধারণ করে। তাই এখন অনেকের নজর আর্জেন্টিনার দিকে;মেসির জাদু কি আবার গ্যালারিকে ভরিয়ে তুলতে পারবে, সেটাই দেখার।